বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক

নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথমাভিনয়।

ছিদামচাঁদ ঘোষের অন্তঃপুর।

(শশীমুখীর উপস্থিত)

(বামাসুন্দরীর প্রবেশ।)

(বামাসুন্দরী) কি লো, শশিমুখি! কি কোচ্চিস্ লো?

(শশিমুখী) কেও, বামা না কি? আয় লো আয়। আর বোন্! বোস, এই ভাই কাজ কর্ম্ম সাচ্চি।

(বামা) না বোন্, আর বোস্‌বো না, ব্যালা গ্যালো, কাপোড় কাচ্‌তে কি যাবি নে?

(শশি) হ্যাঁ বোন্, এই যাবো যাবো মোনে

কোচ্ছিলুম, এখোনো পাট্ ঝাঁট্ সারা হয়নি। দ্যাখ্ দেখি বোন, কাদী কি যাবে?

(বামা) কে জানে ভাই, তা কাদীই জানে। তুই আয় এখন, পতে থেকে ওম্নি তারে ডেকে নিয়ে যাবো।

(শশি) তবে একটু দাঁড়ানা ভাই, তামাক্ পোড়াটা মুকে দিয়ে নিই।

(বামা) আচ্ছা ভাই, তুই আয়, ততক্ষণ আমি কাদীকে ডাকি গিয়ে।

(শশি) সেই ভালো, তুই ততক্ষণ ডাক্‌গে, আমি ঘর্ সেরে যাচ্চি।

(সকলের কাপড় কাচিতে গমন)

(কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

(বামা) এই যে লো, কাদী আস্তেচে, ওলো কাদি! বলি ভাই, তুই যে কত কাল্ বাঁচ্‌বি, তা বোল্‌তে পারিনে, এই মোক্তোর তোর্ নাম কোচ্ছিলুম।

(কাদম্বিনী) না ভাই, আর বাঁচ্‌তে বলিস্‌নে, একোন যতো শীঘ্গির হয়, মোলিই হাড় ডা জুড়োয়।

(বামা) বালাই, শত্তুরের ঘাড়্ দে চালাই, মোর্ বি ক্যানলা, ইরি মধ্যে তোর কিসে এতো দুঃখ?

(কাদ) [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক --আর ভাই ! আমার দুঃখু আমিই জানি, আর বিধেতাই জানে।

(শশিমুখির আগমন।)

(বামা) এই যে লো, শশিমুখীও এয়েচে।

(শশি) হ্যাঁ লো এইচি, এখোন ভাই শীগ্গির কোরে চল্, আর্ ব্যালা নেই, আবার এখুনি এসে শেজ্ বিচেনা কোত্তে হবে।

(কাদ) কঁ্যাল্লা। এত ব্যালাবেলি বিচেনা ক্যানো ? বিচেনা কোরেইতো এখুনি শুতে পাবিনে।

(শশি) না ভাই ! শোবার জন্যে নয়, ঠাক্রুণ বোক্বেন বোলে, পোড়া ভাতারের জন্যে কি আর এজন্মে শোবার সাদ আচে ?

(কাদ) কঁ্যাল্লা, কত্তার ওপোর এত রাগ্ ক্যানো, মুক্ ঝুক্ কিচু কোরেচে বুজি ?

(শশি) হরি ! বে হোয়ে ওবুদি আমার সঙ্গে এক্ দিন কতাটাও কইনি, তাতে আবার মুক কোর্বে কি ?

(কাদ) নে বোন, তোর ঠাট দেখে যে আর বাঁচিনে, রাত্তিরে কাচে শোয়, কথা কয় না, এ আবার কেমোন কথা ?।

(শশি) না ভাই! আমি কি তোদের কাচে মিচে বোল্‌চি? শোবার দেইনি এক্‌বার কতা কোইলেও বল্‌বার জো থাক্‌তো।

(কাদ) ওমা! সত্তি না কি? তোর্‌ ভাতার কি এক্‌ দিনও ঘরে থাকে না?

(শশি) সে দুঃখের কতা, আর ক্যানো জিগেস্‌ কোরিস্‌ বোন্‌।

কেনো সে দুখের কথা, জিজ্ঞাসিছ সই।
প্রাণকান্ত বিনে প্রাণ, বাঁচে আর কই॥
দুখিনী আমার মত, কেবা আর আছে।
মনের সকল দুখ, কব কার কাছে॥
দুখের আগুন সদা, জ্বলিতেছে প্রাণে।
তাহে আরো জ্বর জ্বর, মদনের বাণে॥
অদ্যাবধি নাহি জানি, কারে বলে সুখ।
পরে যদি জানি হেরি, মরণের মুখ॥
ধন্য নারী তারা, যারা, লোয়ে পতিধন।
সুখের আবেশে করে, রজনী বঞ্চন॥
আমার কপালে পোড়া, সেই সুখে আছে।
জুড়াবো তাপিত তনু, নাগরের কাছে॥
বেশ্যাবাড়ী পোড়া পতি, পোড়ে থাকে মিশি।
শূন্য-শয্যা নিয়ে আমি, কেঁদে কাটি নিশি॥
নিদারুণ পতি কভু, নাহি করে মনে।
একাকিনী বিরহিণী, থাকিবে কেমনে॥

কত দুখ লিখেছেন, বিধি মম ভালে।
জুড়য় আমার হাড়, গ্রাসে যদি কালে॥
মদনের কোপানলে, পাই পরিত্রাণ।
যে তাপে রজনী দিবা, জ্বলিতেছে প্রাণ॥
শুনিলে যে সব মম, দুখের কাহিনী।
বল কেবা মম সম, আছে অভাগিনী॥

(কাদ) তাই তো ভাই, তোর ভাতার এমোন্তর ক্যানো? রাত্তিরে ঘরে থাকে না, ও মা! তাজ্জন্যে তোর শ্বশুর কি কিচু বলে না?

(শশি) হ্যাঁ বোন্, বলে বোই কি, "চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী,, তা কি সে পোড়ারমুকো শোনে, বোল্লে পরে, যেন কাম্ড়াতে আসে। তা ভাই! তিনি বুড়োমানুষ, আর কি কোরবেন, চুপ্ কোরে থাকেন। বিবেচনা কোরে দ্যাক্ দিকিন বোন্! বৌ ঝিরে সারা দিন খেটে খুটে রাত্তিরে ভাতারের কাচে শুলে মোন্টা ক্যামোন খুসি হয়! তা বোন্, সেই সুখই যার নেই, তার বাঁচনই বৃথা। ও ভাই! আবার কাল্কের দুঃখুর কতা শুনবি? কাল্ যখন রাত্তিরে ভাত খেয়ে ঘরের ভেতোর পান খেতে গ্যালো, তখন আমি মোনে কল্লুম কি, আজ্কে আর যেতে দেবো না,

তাই মোনে কোরে ভাই, আমি তার কোচাটা ধোল্লুম, তাতে সে পোড়া কোল্লে কি বোন, ন্যাংটো না হোয়ে, দৌড়ে গিয়ে, আঁল্লা থেকে আর একখানা কাপোড় পোরে গ্যালো। আমি দেখে শুনে ওম্নি অবাক্ হোয়ে গেলুম।

(কাদ) ওরে ভাই! আমার আবার দুঃখের কতা শুন্‌বি? তোর্ তো কাচে থাকে না, এক পের্‌কার ভালো, আমার যে আবার সে পোড়া কাচে থেকেও নেই। এই যে লো, কে বলেছিলো, বলে "দেখিয়া তোমার দুখ মোর বুক ফাটে। তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে॥"

(শশি) কাল্লা তোর্ ভাতার তো ঘরে থেকে বেরোয় না, তা তোর্ কিসের দুঃখু?।

(কাদ) আমার আবার দুঃখের কতা জিগেগস্ কোচ্চিস? আমার যে দুঃখু, সে আমিই জানি।

আমার দুঃখের কথা, শুনো শশিমুখি।
তার কাছে তুমি বোন্, শতগুণে সুখী॥
আমার দুঃখের কথা, আর কিবা কবো।
নিরবধি কত দিন, এযাতনা সবো॥
কেশোরোগী বুড়াটি সে, আমার যে পতি।
কাশী বই আর তার, নাহি অন্য গতি॥
নামমাত্র এই, সেই, শুয়ে থাকে কাছে।

সারা নিশি কেশে কেশে, ওঠা, বসা, আছে ॥
এপতির সহবাসে, কোন্ মতে সুখ।
এক পাশে পোড়ে থাকি, ফেটে যায় বুক ॥
পতিকে দুর্ব্বল দেখে, দুরন্ত মদন।
কুসুমের শরাঘাতে, করে জ্বালাতন ॥
শৃগাল কুক্কুর কাঁদে, অভাগীর লাগি।
তাই বলি মম সম, কেবা হতভাগী ॥

শুন্‌লি লো, আমার যত দুঃখু তা শুনলি?।

(শশি) শুনলুম্ বটে ভাই, কিন্তু আমার মোতন্ নয়। যা হোক্ তবুও তো তুই ভাতরের কাচে শুয়ে দুটো চাটে কতাও কোইতে পাস্, আমার পোড়া কপালে যে তাও হবার্ যো নেই।

(কাদ) অমোন্ ধারা কতার কতা, কোইলিই কি, আর না কোইলিই কি, ওতে আরো মোনের আগুন দুগুণ জ্বেলে দেয়।

(বামা) যা বলো, আর যা কও বোন, হক্ কতাই বোলতে হয়, শশির দুঃখু তোমার চাইতে জেয়াদা।

(শশি) দ্যাক্ দিকিন বোন্?।

(বামা) কিন্তু বোন্ তোমার চাইতেও আমার দুঃখু বড়ো, আমি চিরদুঃখিনী।

আমি যে চিরত্নুখিনী, কিবা কবো হায়।
কহিতে সে সব কথা, বুক ফেটে যায়॥
মনের আগুনে সদা, জ্বলিতেছে প্রাণ।
বিপদনাশিনী বিনা, নাহি পরিত্রাণ॥
আমার ভাতার যেই, সে আবার কালা।
কত দুখ সই, সই, হই কুলবালা॥
কভু যদি কোনো কথা, বলি আমি তারে।
অনেক ক্ষণের পরে, অ্যাঁ, করিয়া সারে॥
আরো যদি কোনো কথা, বলি ভালা ভালি।
শুনিতে না পেয়ে বলে, দিলি গালাগালি?॥
এমন বালাই নিয়ে, ঘর করা দায়।
মরিলেই সকল, আপদ ঘুচে যায়॥
দেখো লো সজনি ভাবি, মম দুখ যত।
কেউ কি এমন্ আছে, অভাগীর মত?॥

শুন্‌লি ভাই, আমার দুঃখু? তোদের তো তবু পদে আছে, আমার আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে যায়, তবুও সে ডোকরা শুন্‌তে পায় না। যদি বলি ভাত খাওসে, তবেই তো বলে, কি বল্যে? আর বাপের বাড়ী যায় না, বাপের বাড়ী গিয়ে গিয়ে লোভ পেওছো? এই তো বোন্ আমার দুঃখু, কালা ভাতারের পাল্লায় পোড়ে প্রাণ্‌টা

ঝালা পালা হোয়ে গ্যালো, মরোণ্‌টা হয়্‌তো বাঁচি।

(কাদ) আপনার দুঃখু কেহ, নাহি দেখে কম।
সবে কয় কেবা আছে. দূঃখি মম সম॥

আপ্নার ঘোল্ কেউ কি টক্ বোলে থাকে, ওলো শশিমুখি, শুন্‌লি তো, ঙোয়ার দুঃখু আবার আমাদ্দের চেয়েও বেশী বলেন, উনি সাদ কোরে বেশী কোত্তে চান্,—" সাদে সাদে কুকুর পাদে, বেরাল বলে আমিও পাদি " তাই হেয়েছে ঙোয়ার, ঙোর রকম্ দেকে আর বাঁচা যায়না।

(শশি) আর কাজ্‌নেই লো বামা, সোন্দে হোলো এখন ঘরে যাই চল্, যার দুঃখু সেই জানে, এখন্ ভাই চোল্লুম্, সোন্দে হোলো, আবার ঠাক্‌রুণ্ বোক্‌বেন।

(কাদম্বিনীর ও শশির প্রস্থান) দ্বিতীয় অভিনয়।

(শশি) [পথে ঘাইতে যাইতে আপনা আপনি] হায়! বিদাতা, যে, আমার অদেস্টে কত দুঃখু লিকেছে ? তা বোল্‌তে পারা যায়না, হায়! আমি জন্মেও কখোনো সুকের মুক দেক্তে পেলুম্না !—হায়, সুখ কি আমাকে একেবারে বিমুক হোলেন। হায়, আমি চিরকাল দুঃখ-

সাগরে ভাস্‌বো, কখনো কি সুখরূপ কূলে উটতে পারবোনা। পতি সহবাসে যে কি সুখ তাহা কখনই জানিলাম না! হায়, আমি আজন্মকাল্‌টা কেবল জ্বলেই মোলেম, আমার মরণ হয়তো বাঁচি। হে কৃতান্ত! তোমার উদরে স্থান দান করত এই অবলাকে দুঃখার্ণব হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দুঃখের শেষ কর, (কিঞ্চিৎ চিন্তা) আহা! এক্ষণে দিনমণির বিরহে সন্ধ্যা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতেছে এবং রক্তিমাবর্ণ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন সন্ধ্যাপতি সোহাগিনী রমণীদিগকে প্রফুল্ল করিবার নিমিত্তে পুষ্পপূচ্ছ এবং বিরহিনীদিগকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি কুঠার হস্তে করিয়া আগমন করিতেছে। (সন্ধ্যাকে সম্বোধন করিয়া) হে সন্ধ্যা, তুমি কি নিষ্ঠুর? আমাকে বিরহিনী দেখিয়া কি তোমার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয় না? আমাকে কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিৎ।

হ্যাদেরে নিষ্ঠুর সন্ধ্যা একি তোর রীত।
বিরহিনী দাহ করা ভেবেছ বিহিত॥
হায়রে নিষ্ঠুর তোর পাষাণ হৃদয়।
বিরহিনী সংহারে কি হরষিত হয়॥

নিরুপায় নির্ব্বোধ বিরহিনী গণে।
কোরে রিষ দুখ দিস্ কি ভাবিস্ মনে॥
পতি বিরহেতে দহে সদা মন যার।
তারে কি উচিত তোর করা ছার খার॥
পতি সোহাগিনী যারা যাওরে তথায়।
ভাল সমাদর তারা করিবে তোমায়॥
বিরহি নিকটে বটে খাটেনা আদর।
তাই কি তাদের প্রতি এত অনাদর॥
মম পতি যদি নাহি হোতো বেশ্যারত।
আদর আমার কাছে পেতে তুমি কত॥
অতএব অবলারে কৃপা দৃষ্টে চাও।
মাতাখাও আর যদি আমারে জ্বালাও॥

আর আমাকে যন্ত্রণা দিওনা দ্যাখো একে আমি কান্ত বিহনে ব্যাকুল তাতে আবার কি এত যাতনা সহ্য হয়? অতএব আর আমাকে যন্ত্রণা দিওনা, নারী হোয়ে নারীর পক্ষে এত শত্রুতা কল্লে কি অবলা কুলবালার কুল আর রক্ষা হয়? অবলা হোয়ে কুলবালার জ্বালা বোঝোনা, ক্ষান্ত হও আর জ্বালা দিওনা।

(শশীর প্রস্থান) ইতি প্রথমাঙ্কশেষ।

(তৃতীয়াভিনয়।)

(শশিমুখির অন্তঃপুরে আগমন ও জটিলার উপস্থিত।)

(জটিলে) কিলো বৌ, কাপোড় কাচা হোলো? তুই

আজ্‌তো জাস্‌নি, কোন্ যুগে গেচিস্, যেন অ্যাকটা নোতুন পুকুর কেটে কাপোড়কেচে এলে।

(শশি) কৈ গা ঠাকরুণ, কতক্ষণ গিচি, তা বোক্‌বে এইতো গেচি পাঁচজনকার সঙ্গে গেলিই দুটো কতা কোইতে হয়।

(জটি) আবার চোপা করিস্ তুই বৌ মানুষ, খাবি দাবি কাজ কর্ম্ম কোরবি, তোর আবার কিসের কতা লা।

(শশি) কি আবার চোপা কল্লুম আমাদ্দের কি রক্ত মাংসের শরীর নয়, আমরা কি আর মানুষ নই।

(জটি) বটে, তোর যে বড় ভিরকুটি হোয়েছে আজ শামা আস্‌সুক আগে তোর ভিরকুঠিটে বার কোর্‌বে একন।

(শশি) (স্বগত) হায়! আমার কি তেমন ভাগ্যি হবে যেপ্রাণনাথ আমার সঙ্গে কতা কবেন। (প্রকাশ) কেনগা আমি কি কাজ কর্ম্ম কোরিনে যে তাকে বোলে দেবে।

(জটি) যাযা আর বাচালি কোত্তে হবে না অ্যাকন সন্দে দিগে।

[উভয়ের প্রস্থান প্রথম অঙ্ক শেষ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(প্রথম অভিনয়।)

(ছিদামচাঁদ ঘোষের বাটীর বহির্ভাগ।)

(ছিদাম উপস্থিত।)

রামচন্দ্র আচার্য্যের প্রবেশ।

(রামচন্দ্র) কোথায় গো ঘোষজা মহাশয় বাড়িতে আছেন কি ?

(ছিদামচাঁদ) কেও ?

(রাম) আমি রামচন্দ্র আচার্য্য।

(ছিদাম) প্রণাম, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, ওরে কে কোতারে, তামাক দে, কাহারো উত্তর না পাইয়া, ব্যাটারা সব কোথা গ্যালো, ওরে কেষ্টা।

(রামকৃষ্ট) (নেপথ্য হইতে,) আজ্ঞে যাই।

(ছিদাম) আরে ব্যাটা এখানে তামাক দেনা, শুন্তে পাস্‌নে, কোথাগেছলি (রামচন্দ্রকে) তবে আচার্য্য মহাশয় ভালো আছেন তো, অনেক দিনের পর যে।

(রাম) আর মহাশয় আপনারদ্দের পাঁচ জনকার মঙ্গলে আমাদ্দের মঙ্গল, আমরা ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা আপনাদ্দের আশীর্ব্বাদ করি যাতে আপনারা সুখে থাকেন তাই আমাদের মঙ্গল, আর অনেক দিন হলো আসা হয় নাই, তাই আজ একবার আশীর্ব্বাদ কত্তে আশা হোলো আপনকার সন্তানাদির সব মঙ্গল তো।

(ছিদাম) আজ্ঞা হাঁ এক্ষণকার মঙ্গল বটে সকলে শারীরিক ভাল আছেন মাত্র কিন্তু মোনটার মধ্যে সুখ নাই মহাশয়, বড় অসুখ।

(রাম) সে কি মশাই, মনের মধ্যে অসুখ কেন।

(ছিদাম) আর মশাই, সংসারের চিন্তা হোলেই এরূপ হয়, আর আপনিওতো জানেন ছেলেটি বস নয়, সর্ব্বদা কুপথগামী, তা মশাই আমি যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন যা খুসি তা কোচ্ছেন এর পরে জান্তে পারি্‌বেন, আমিও কিছু চিরকাল বেঁচে থাক্‌বোনা।

(রাম) তার সন্দেহ কি, তাতো বটেই, আর ওঁয়ারও মতি এরূপ চিরকাল থাক্‌বেনা, আপনা আপনি সুদ্‌রে যাবেন।

(ছিদাম) আজ্ঞা হাঁ আপনাদ্দের আশীর্ব্বাদ, (কিঞ্চিৎ

বিলম্বে) মশাই দেখুনতো ষষ্টিটে কবে হোলো জমাইটি আস্তে হবে।

(রাম) যে আজ্ঞা,—(গনণা করিয়া) ২৫ জ্যেষ্ঠ বৃহস্পতিবার ষষ্টি হোচ্ছেন, ১২।১৪ গতে সপ্তমী পূর্ব্বফল্‌গুণী নক্ষত্র ৫৫।৫৯ তৈতিল করণ বজ্র দোষ যাত্রা নাস্তি পূর্ব্বদিনের রাশির শুদ্ধি ইত্যাদি তবে ঐ দিনেই বাঁটা হোচ্ছেন।

(ছিদাম) বৃহস্পতিবারে কি বাঁটা হোতে পারে।

(রাম) আজ্ঞা হাঁ ওবারে বাঁটা হোতে পারে, (পঞ্জিকা বন্ধন করিয়া) তবে মশাই আমি উঠ্‌লাম।

(ছিদাম) আজ্ঞা এক্ষুণি যাবেন, তবে আর এক ছিলাম তামাক খান।—ওরে কেষ্টা।

(রামকৃষ্ণ) আজ্ঞা যাই।

(ছিদাম) ওরে আচার্জ্জি মশাইকে আর এক ছিলিম তামাক দে।

(রামকৃষ্ণ) (স্বগত) শালার বামুন কতবার তামাক খায়রে বাপু, (তামাকু প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ) আচাজ্জি মশাই ল্যাও, তামাক ইচ্ছে কোরুন।

(ছিদাম) ওরে কেষ্টা আচাজ্জি মশাই একুনি যাবেন, ওঁর সিদে পত্তর এনে দে।

(দ্বিতিয়াভিনয়)

(অন্তঃপুরে রামের প্রবেশ)

(রামকৃষ্ণ) (স্বগত) শালা গ্যালিই তামাকসাজার দায়ে বাঁচি ওগো মা ঠাক্‌রুণ আচাজ্জি মশার সিদে দাও কর্ত্তা বোলেন্ন।

(জটিলে আচাজ্জি মশাই আবার কোৎথেকে এলো, ভাল য়্যাক হোয়েছে আচাজ্জি বামুনদের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, কেবল ভুগিয়ে ২ ব্যাড়ায়, যারে কেষ্টা তুই বোল্‌গে আজ চাল বাড়োন্ত।

(রামকৃষ্ট) না মাঠাক্‌রুণ আমি তা বোল্‌তে পারবো- না, তা হোলে কর্ত্তা আমাকে মুককোরবে, কত গালাগালি্ দেবে, সে বামুন কত্তাকে বড়ো গড়েছে

জটিলে। সে কিরে গড়েছে কি ?।

রামকৃষ্ণ। হাঁগো মাইরি, মাঠাকুরুন্ আজ্ কত্তা ষষ্টিবাটা, না কি গোনালে, আবার জামাই বাবুকে আন্‌বার কতা বোল্লে।

জটিলে। (প্রফুল্ল হইয়া) বোলিস্ কিরে, জামাই আ- ন্‌বার কতা কত্তা বল্লে, আচ্ছা তুইসিদেনেযা

রামকৃষ্ণ। আর কত্তাকে একবার বাড়িরভিতরেপাটিয়ে দিস্ আচ্ছা রামের প্রস্থান

(জটি) (স্বগত) আহা! আজগে জীবনটা সার্থক হোলো; জামায়ের মুখ দেখে প্রাণটা জুড়োবো।

আহ্লাদ নাহিক আর ধরে মোর মনে।
জামায়ের মুখচন্দ্র হেরিব নয়নে॥
মনোসাধে দিব তাঁরে বাঁটা সাজাইয়ে।
আদ্‌ঘোমটা দিয়ে দেখিবো আড়ে চেয়ে॥
নানাবিধ খাদ্য দিব, আর সাঁচি পান।
বিধিমতে জামায়ের রাখিব সম্মান॥
উত্তম শয্যায় দিব করিতে শয়ন।
আড়িপেতে দেখে আমি জুড়াব নয়ন॥

(কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ) যাই একবার ঘাটথেকে আসি

(প্রস্থান)

(তৃতীয়াভিনয়।)

(বহির্বাটিতে ছিদাম ও আচার্য্য উপস্থিত)

(রামকৃষ্ণ সিধে লইয়া বহির্ভাগে উপস্থিত।)

ছিদাম। সিদে নিয়ে এলিরে কেষ্টা?

রামকৃষ্ণ। আজ্ঞে হাঁ এনেচি, আর আপনাকে মাঠাক্‌রুন্ একবার বাড়ির ভেতর ডাক্‌চেন।

ছিদাম। আচ্ছা যাচ্ছি, তুই সিদেটা আচার্জ্জি মশাইকে দে।

রামকৃষ্ণ। আচার্জ্জি মশাই সিদেটা ঢেলে ল্যাও।

রাম। (স্বগত) ব্যাটার বাড়িতে এসে লাভটাও হোলো, যাহোক, যথালাভ আহারটাও তো চোল্‌বে, (গাত্রমার্জ্জনি বিস্তার করিয়া) দাও বাপূ এই গাম্‌চাতে ঢেলে দাও, (ছিদামচাঁদকে সম্বোধন করিয়া) মহাশয়তো সর্ব্বদা প্রতিপালন কচ্চেন, আপনি আমার বড় যজমান, যখন যা আব্দার করি তাই দ্যান, আর আমিও আশীর্ব্বাদ না কোরে জলগ্রহণ করিনা, তবে আমি এক্ষণে চোল্লেম, ব্যালাটাও হোয়েছে আবার পূজা আহ্নিক কোত্তে হবে।

ছিদাম। যে আজ্ঞে, আসুন, তবে প্রণাম হোই।

রাম। (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) পুত্রায়ুর্দ্ধন বৃদ্ধিরস্তু।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাভিনয়।

[অন্তঃপুরে ছিদমচাঁদ ঘোষের প্রবেশ।]

ছিদাম। (কণ্ঠ শব্দ করিয়া) কোথা গো, বিনোদ কোথা?

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। ক্যানগা বাবা, এই যে আমি।

ছিদাম। আমাকে কে ডাক্‌ছেলো গা।

বিনোদ। মা বুঝি ডাক্‌ছেলো।

ছিদাম। তবে, কোই আবার কোথা গেলো ; তুমি ডেকে দাওতোগা।

বিনোদ। আচ্ছা ডাক্‌চি (নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) ওমা, ওগো মা (উত্তর পাইয়া,) ওগো তোকে যে বাবা ডাক্‌চেন।

জটি। (উপস্থিত হইয়া,) ক্যানলা সেই অবুদি ডাক্‌পাড়্‌চিস্‌।

বিনোদ। তোকে যে সেই অবুদি বাবা ডাক্‌চেন, তুই কোতা গেছ্‌লি।

জটি। ক্যানো এই যে ঘাটে গেছ্‌লুম্‌, তিনি আবার কোতা গ্যালেন ?

বিনোদি। তিনি এই ঘরে—

প্রস্থান।

ছিদাম। আমি এই ঘরে গো।

জটি। (হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া) হাঁগা বোল্‌ছিলুম, কি ? বলি ষষ্টিবাঁটাটা কবে হোলো ?

ছিদাম। রামচন্দ্র আচার্জ্জিতো আজ্‌ এসে ছিলেন, তা বোল্লেন ২৫ জষ্টি বৃহস্পতিবার ষষ্টি।

জটি। তা এবারে জমাইটিকে আন্তে হবে।

শুন্‌লি ভাই, আমার কপালে কিসে সুক আছে ?

শশি। সত্তি বোল্‌চি ভাই, আজ্‌ ঠাকুর জামাই আস্‌বেন, কেষ্টা যে আন্তে গেছে, তুই কি তা জানিস্‌নে।

বিনোদ। (প্রফুল্ল হইয়া) বটে, তাইতে আজ্‌ কেষ্টাকে দেখ্‌তে পাইনি, কিন্তু আসে কিনা তাওতো বলা যায়না।

শশি। যেকালে আন্তে গ্যাছে, সেকালে আস্‌বিই আস্‌বে, তার আর ভুল্‌টি নেই, আজ তোর কি আর আহ্লাদের সীমে আচে।

বিনোদ। ক্যানো ভাই কিসের আল্লাদ ?

শশি। কিসের আল্লাদ জাননা।

আজ তোর আমোদের পরিসীমা নাই।
নিশ্চয় আসিবে আজ্‌ ঠাকুর জামাই।
সুখ আলিঙ্গনে তোর তাপিত হৃদয়।
শীতল করিবে আজ্‌ সেই রসময়।
প্রমোদ-পবনে আজ সুখের সাগর।
উথলিবে বিধুমুখি দেখিলে নাগর॥
প্রেমিকের শিরোমণি কাম কর্ণধার।
অনাসে রসের তরি করিবেন পার॥

একনতো শুন্‌লি কিসের আল্লাদ।

বিনোদ। নে ভাই, আর মিছামিছি ঠাট্টা কোরিস্‌নে!
শশি। হাঁ একন যে কলিকাল, ভালো বোল্‌তে গেলে মন্দ হয়। (প্রস্থান)

(পঞ্চমাভিনয়।)

(বহির্ব্বাটী ছিদাম উপস্থিত ও মদনকৃষ্ণের প্রবেশ)

ছিদাম। এই যে বাবাজি এসেচেন, এসো বাপু এসো, আমিও এতক্ষণ ভাবছিলুম, বলি এত দেরি হোলো ক্যান ?
মদনকৃষ্ণ। (প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে, এই বেরুতে টেরুতে বিলম্ব হোয়েছিলো, আর অনেক দূরথেকে আসা তাতেই এত দেরি হোলো।
ছিদাম। হাঁ, অনেক দূরথেকে আসা বটে, তবে বাড়ীর সব মঙ্গল; বৈবাহিক মশাই ভালো আছেন ?
মদন। আজ্ঞে হাঁ সকলেই ভালো আছেন, এখানকার সকলের মঙ্গলতো ?
ছিদাম। হাঁ, এখানকার সমস্ত মঙ্গল, (রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া) ওরে কেষ্টা! বাড়ির ভেতরে বোল্‌গেযা যে জামাই বাবু এয়েচেন। তারা হয়তো য়্যাকন ভাব্‌চে।
রামকৃষ্ণ। এজ্ঞে যাই (প্রস্থান)

ছিদাম। (জামতাকে সম্বোধন পুর্ব্বক) এসো বাপূ আমারা বৈঠকখানায় বসিগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠাভিনয়।

অন্তঃপুরে জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। (স্বগত) এত ব্যালাহোলো, এখনো জমাই এলোনা, কখন বাঁটা দেবো কি কোর্‌বো।

(বামার প্রবেশ)।

বামা। কৈগো, তোমাদ্দের জামাই একোনো আসেন নি ? আমরা দেক্‌বো বোলে এলুম।

জটি। না, মা, এখোনো আসেন নি, না আসাতে চারদিক আঁদার দেক্‌চি।

বামা। (হাস্য করিয়া) হাঁ জামাই না দেকে আঁদার দেক্‌বে বৈকি ?।

জটি। দুর, ওকতা কি বল্‌তে আচে ? জামাই আর ছেলে সমান,ছেলেকে না দেক্‌তে পেলে যেমন হয়, জামাইকে না দেক্‌লে তেম্নি।

[রামকৃষ্ণ প্রবেশ।]

রামকৃষ্ণ। ওগো মাঠাক্‌রুন্, জামাই বাবু এয়েচেন।

জটিলা। জামাই এয়েচেন, আঃ বাঁচ্‌লুম এতোক্ষণ

ভেবে ভেবে সারা হচ্ছিলুম। ওরে কেষ্টা তুই তবে শীগ্গিরকোরে জামাইকে পাটিয়ে দিগে, কৈগো বৌ কোতা গেলিগো ?।

(রামকৃষ্টের প্রস্থান ও বামার প্রবেশ।)

বামা তবে আমি, বৌকে আর বিনোদকে খবর দিইগে।

(কিয়ৎপদ গমন করিলে শশিমুখির)
প্রবেশ।

এই যে, বৌ আস্‌চে, ওবৌ, তোর ঠাকুর-জামাই এয়েচেলো, ঠাকুরজামাই এয়েচে।

শশি। (সোৎসুকা)আঁ, ঠাকুর জামাই এয়েচে আমি ঠাকুঝিকে খবোর দিইগে।

(প্রস্থান উদ্যোৎ)

জটি। যা অশ্মি, শীগ্গিরকোরে বাটা সাজাগে যা,

(শশিমুখীর প্রস্থান।)

বামা। আমিও তবে একন যাই, কাদী টাদীকে ডেকে আনিগে। জামাই এলে পরে আবার আসবো একন। (প্রস্থান)

জটি। আমিও ওদিকের উজ্জুগ করিগে। (প্রস্থান)

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ। (স্বগত) কৈ কেষ্টা যে, তাকে আন্তে গ্যাচে

তা য়্যাকোনো এলোনা কেন? আস্‌বেনা বুজি, আমারতো তেমন কপাল নয়, যে, এক দিন আমোদ কোর্ব্ব, এঁটোকুড়ের পাত কি স্বর্গে যায়, তেমন কপাল হোলে কি সে পোড়ার মুকোর হাতে পোড়্‌তুম্।

এপোড়া কপালে কি এমন সুখ আছে।
আমোদে কাটাবো কাল পতি পেয়ে কাছে॥

[শশিমুখির পুনঃ প্রবেশ।]

শশি। ওলো ঠাকুজ্জি তোর কপাল ফিরেচে য়্যাকন কি খাওয়াবি তা বল্, আমিতো তখুনি বোলেছিলুম, যকন আস্তে গেচে তকোন আস্‌বেই।

বিনোদ। (হর্ষে গদ্গদ স্বরে) আমি ভাই দুঃখি মানুষ কোতা কি পাবো? তা তোকে খাওয়াবো ভাই।

শশি। তা বৈকি, কাজতো সারা হোয়েচে আর খাওয়াবি ক্যানো?

বিনোদ। ক্যানো ভাই, তোরতো বারোমাসই আছে, তুই ক্যানো খাওয়ানা, আমার কি এক দিন দেকিই তোর্ হিংসে হোলো।

শশি বারোমাসের দেইনি তোর মোতন একদিন

হোলেওতো বাঁচ্‌তুম, সে যা হোক্, একন তুই গোটা কতক ভালো কোরে পান সাজ্, আমি ততক্ষণ বাটা সাজাইগে।

[বিনোদিনীর প্রস্থান]

[জটিলার প্রবেশ।]

জটি। ওলো, বৌ, বাটা সাজান হোয়েচে না কি।

শশি। হ্যাঁগো, এই হোচ্চে।

জটি। কি কি জানিস্ দিলি বল্‌দেকি ?

শশি। এই দ্যাকোনা, কি কি দিইচি, তোমার ধরোগে।

কাঁটাল খেজুর আম, মাদার পেয়ারা জাম,
আনারস শশাকলা তাল।
কাঁকুড় তরমুজ, ফুটি, দালিম খরমুজ ডুটী,
বেল আর ধোয়া খালি দাল॥
কিস্‌ মিস্ পাণিফল, নারীকেল নিচুফল,
বাদাম কেস্থর পেঁপে পেস্তা।
ক্ষীরছাঁচ ছানা চিনি, মাখম মিছারি ননী,
জিলিপি কুচুরি আর খাস্তা॥
রস গোল্লা ছানা বড়া, বরফি গোলাপি পাঁড়া,
ছানার মুড়কি খাসা খাজা।
মনোহরা ক্ষীরপুলি, চন্দ্র পুলি কতগুলি,
পেরাকি অমৃতি আর গজা॥

জটি। আচ্ছা বেস্ হোয়েছে, তবে যারে, জামাইকে ডেকে আনগে।

(প্রস্থান)

রামকেষ্টা। যাই গো, (প্রস্থান।)

(মদনের প্রবেশ)

শশি। কিহে চিন্তে পার ?

মদন। ক্যানো ভাই, চিন্তে না পারবার বিষয় কি ? তুমিতো আর ঠাট্টা বোদ্‌লে এসোনি।

শশি। না ভাই, তোমার কি আর সে দিন আছে, যে চিন্তে পার্‌বে ? য়্যাকন্ গিন্নি বড়ো হোয়েচে।

মদন। ক্যানো ভাই, গিন্নি বড়ো হোয়েছে বোলে কি আর চেনা যায় না ?।

(পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে ভালো আচোতো এতো কাহিল হোয়েচো ক্যানো, জ্বর জ্বালাতো হয়নি ?।

শশি। আর ভাই, রাদ্দিন জ্বোরেই আছি।

মদন। ক্যানো ভাই, রাদ্দিন জ্বোরে আচো, সে ক্যামন জ্বর ?।

শশি। সে ক্যামন্ জ্বর্ তা শুন্‌বে। তবেশুন ;

জ্বলিতেছি দিবানিশি বিরহ দহনে।
দিন দিন তনুক্ষীণ হোতেছে মদনে ॥

কি কহিব প্রাণ বঁধু ফেটে যায় বুক।
হায় হায় হায় বিধি আমারে বিমুখ ॥
মদন সন্তাপে দিন মলিন বদন।
মদন বেদনে কভু তুমি হে মদন ॥
হতাশ কম্পেতে আমি আছিহে কাতরা।
প্রেম তৃষ্ণাতুর জরা ভেবে ভেবে সারা ॥
বল ওহে বঁধু-এর কি করি উপায়।
ঔষধি বিহনে প্রাণ দেহে থেকে যায় ॥
কেবল ঔষধি মাত্র ধৈর্য্য যাহা আছে।
তাহে কি হে অবলার আর প্রাণ বাঁচে ॥
তাহাতে কি হয় বল তৃষ্ণা নিবারণ।
কষ্টে প্রেমতৃষ্ণা তাহা না হয় বারণ ॥
নিশ্চয় জেনেছি মনে ফুরায়েছে দিন।
বসন্ত কৃতান্ত ভয়ে ভেবে তনুক্ষীণ ॥
কুকার্য্যে আবার বড় ভয় করে মন।
কলঙ্ক বিকারে পাছে হারাই জীবন ॥
এরোগের বৈদ্য নাই পাই কোন জন।
হাত যশ কামরসে অতি বিচক্ষণ ॥
মুর্খ বৈদ্য দেখাইতে বড় ভয় হয়।
কি জানি বিকারে প্রাণে করে বা সংশয় ॥
দেখো কি দুষ্কর জ্বরে ভুগিতেছি আমি।
পার যদি বিধিমত বৈদ্য আনো তুমি ॥

একন শুন্‌লে ভাই, কি রকম জ্বর, এজরেতো আর ভাই বাঁচিনে।

মদন। (স্বগত) এঁয়ার গতিকটে বড়ো মোন্দনয়, একবার বেস্লে ছেয়ে দ্যাখা যাক্, (প্রকাশ্যে) তাইতো ভাই, তোমার যে বড় বিষোম রোগ্।

শশি। আর ভাই, বিষোম রোগ, বোলে বিষোম রোগ, এরোগ যার হয় সে কি আর বাঁচে? আবার এ রোগের পোড়া বদ্দিও কি মেলেনা যে, দ্যাকাই।

মদন। ক্যানো ভাই, তোমার ঘরেইতো বদ্দি আছে, তাঁকে ক্যানো দ্যাকাওনা, আমি জানি তিনিতো এবিষয়ে খুব্ পণ্ডিত।

কি ভাবনা বিধুমুখি বলোগো তোমার।
কি করিবে রোগে তার বৈদ্য ঘরে যার॥
সুপণ্ডিত বৈদ্যরাজ আছে যে তোমার॥
এ রোগের কেননা করেন প্রতীকার॥
উত্তম চিকিৎসা তাঁর ভালো হাতযশ।
এ রোগেকে কেন তিনি না করেন বশ॥

ভাই, বৈদ্য পাওনা, তোমার ঘরে এমন বৈদ্য, তোমার আবার বৈদ্যের ভাবনা।

শশি। আর ভাই, সে বোদ্দির মুখে আগুন্, সে কেবোল নিরুগিদ্দের চিকিচ্ছে কত্তে পারে, রুগির কেউ নয়।

মদন। ক্যানো ভাই, তিনি নিরুগির চিকিৎসা কোত্তে পারেন, রুগির কেউ নয় ক্যানো ?। সে ক্যামোন কথা ?

শশি। তা বৈকি, তাই তুমি কি তা জানোনা ?। তবে শোন ;

মোর পোড়া পতি, বেহায়া সে অতি,
থাকে দিবা রাতি, পোড়ে বেশ্যালয় ।
বিরহের রোগে, যারা নাহি ভোগে,
তাহাদ্দের আগে, সতত সে রয় ॥
লাথি ঝাঁটা খায়, লজ্জা নাহি পায়,
তবু তথা হায়, ত্যজিয়া আমায় ।
আমি হেথা মরি, উপায় না হেরি,
বলনা কি করি, সুধাই তোমায় ॥

শুন্‌লে ভাই, আমার ঘোরো বদ্দির কথা শুন্‌লে ?।

মদন। হাঁ শুন্‌লাম, যদি আর একটি বদ্দিকে দ্যাখাও তা হোলে কি হয়না ?

শশি। কে সে বেদ্দিটি, বলোদিকি শুনি ?

মদন। যদি দ্যাখাওতো বলি, নয়তো মিছি মিছি নাম বোলে কি হবে ?।

শশি। বলি, বলই না শুনি, দ্যাখাবনা ক্যান ?

হাতের লক্ষী কি কেউ পায় ঠ্যালে, পেলে পরে দ্যাখাবোনা ক্যান ?

মদন। তবে য়্যাকান্তই কি শুন্‌বে ? শোন ;—

শুনো তবে কই ওলো, সুধাংশুবদনি।
আজ্ঞে কর যদি, রোগ দেখিবো আপনি॥
ডিপ্লোমা পেয়েছি আমি মদনের কাছে।
বলদেখি মোর সম বৈদ্য কেবা আছে॥
পিরীতি- নিদানে আমি হোয়েছি পণ্ডিত।
উত্তম ঔষধে সুস্থ করিব তুরিত॥
বিরহের জ্বরাঙ্কুশ অছে মম ঠাঁই।
সদ্যই করিব শান্তি খাওয়াইয়া তাই॥

শুন্‌লে ভাই, বোদ্দি কে তা শুন্‌লে ?

শশি। শুন্‌লুম্‌তো, কিন্তু যদি তুমি হাতুড়ে বোদ্দির মোতন চিকিচ্ছে কোরে বিগের ঘটিয়ে দাও।

মদন। না তা আর কর্ব্বোনা। আপাতক ক্ষুদ্র রসায়ন কোরে বিগেরের দোষ্‌টা খণ্ডানো যাক্‌, পরে যদি নিতান্তই তাই ঘটে তবে তার উপায় করা যাবে।

শশি। আচ্ছা, যা জানো তাই করো।

মদন। (কিঞ্চিৎ বিলম্বে) আমিতো ভাই রোজ্‌ রোজ্‌ এখানে আস্‌তে পার্‌বোনা, এখন তার কি উপায় বলো দেখি ?।

শশি। আমি ভাই একন তোমাকে মন প্রাণ সব্ সঁপেচি, একোন তোমার যা খুসি তাই করো।

মদন। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ভাই, একটা উপায় আছে, কিন্তু তাতে তুমি সম্মত হোলে হয়।

শশি। কি উপায়. বল দেকি শুনি, সম্মত হবনা কেন ?

মদন। ভাই বোল্‌বো কি, এখানেতো আর থাকা হয় না, দেখ, শ্বশুর বাড়ি, কেউ যদি কিছু টের পায় তো কি মনে কোর্‌বে ?।

শশি। এতে আবার সম্মত হবোনা, আমিও তাই তোমাকে বোল্‌বো বোল্‌বো মনে কোচ্ছিলম, কিন্তু একটা বড় ভয় করে।

মদন। ক্যান ভাই, কিসের ভয় ?।

শশি। ভয় নয় ভাই, তোম্‌রা পুরুষ জাৎ তোমাদ্দের বিশ্বাস কি ?

যাইতে তোমার সনে, বড় হয় ভয়।
বিহিত করিতে পাছে বিপরীত হয়॥
একেতো বিধাতা বৈরি ফেরে ছলে ছলে।
ফেলিবে দুঃখের নীরে কৌশল পাইলে॥
সে পোড়া বিধি কি মোরে হইয়া সদয়।
দিবেহে আমার ভালে হোতে সুখোদয়॥

তাহাতে পুরুষজাতি শঠ শিরোমণি।
ফাকি দিয়া পারে ভালো, ভুলাতে রমণী ॥
অগ্রে নানা ছলে তোষে রমণীর মন।
কার্য্য উদ্ধারিয়া শেষে করে অযতন ॥
অভাগিনী কামিনীরা কুলেকালী দিয়ে।
যায় সেই শঠসনে আপন ভাবিয়ে ॥
কিন্তু সে নিষ্ঠুর আর নাহি দেখে ফিরে।
অকুলে ভাসায়ে তারে পলায়ন করে ॥
সেই হেতু তোমারে হে অবিশ্বাস হয়।
শেষেতে মজাও পাছে তাই করি ভয় ,॥
মজ যদি শেষে অন্য রমণীর সনে।
তাহোলে আমারে আর করিবেনা মনে ॥
অশ্বিনী বোলেনা মোরে করিবে স্মরণ।
মমদুখে দুখিত কি হইবে তখন ,॥
ভাসাইয়ে আমারে হে বিচ্ছেদ তরঙ্গে।
মজিয়ে অন্যের সনে রবে নানা রঙ্গে ॥

শুন্‌লে ভাই, তোমাদের পুরুষ জাৎকে কি বিশ্বাস আছে ? পুরুষদের ভালোবাসা, য্যামন, মোল্লাদের মুর্‌গি পোষা, আগে কতো ছলে কলে ভুলিয়ে শেষে আর ফিয়েও দ্যাকেনা।

মদন। সে কি মানুষের কাজ ? সে অতি অরসিকের কাজ, রসিকেরা প্রাণান্তেও তা করে না।

শশি। যা বলো যা কও পুরুষ জাৎটে বড় নিষ্ঠুর।

মদন। কি বোল্লে, পুরুষ জাৎ নিষ্ঠুর, এমন মনেও ঠাঁই দিওনা, স্ত্রীলোকের চেয়ে আর কি কেউ নিষ্ঠুর আছে? দ্যাখ পুরুষেরা স্ত্রীলোকের কত উপাসনা কত সাধ্যসাধনা করে, কিন্তু স্ত্রী লোকেরা কটাক্ষপাত কোল্লে তাদের উপকার হয়, তাও করেনা।

কি বলিলে প্রাণপ্রিয়ে অসম্ভব বাণী।
বিস্ময় হোলেম আমি তব বাক্য শুনি॥
হাস্য সম্বরিতে নারি শুনে পোড়া কথা।
পুরুষ নিষ্ঠুর প্রাণ শুনেছলো কোথা॥
এমন আশ্চর্য্য কথা কহিলে কেমনে।
কভুনা এমন তুমি ঠাই দিও মনে॥
পুরুষ সরলজাতি না জানে চাতুরি।
না জানে ছলনা নাহি জানে মন চুরি॥
স্ত্রীলোকের মত আর নাহিক পাষাণী।
নাহবে অমন আর পুরুষঘাতিনী॥
তার সাক্ষি আমারিই দিয়ে দেখ প্রাণ।
সংশয় করেছ প্রাণ হেঁনে সেই বাণ॥
বুঝি ওলো বিধুমুখি তোর চন্দ্রানন।
হেরিয়া হইল মোর মৃত্যুর কারণ॥
মদন কি কোনো খানে না পাইও স্থান।

তোর ভ্রূ আসনে বসি করিল সন্ধান ॥
যে অবধি হেরিয়াছি ওই মুখচাঁদে।
পড়িয়াছি সে অবধি প্রেমরূপ ফাঁদে ॥
এখন লয়েছি প্রাণ তোমারি শরণ।
রাখ কিম্বা বধ তুমি যাহয় মনন ॥

শুন্‌লে, স্ত্রীলোকের বাড়া কি আর নিষ্ঠুর আছে? দেখো কত শত পুরুষকে কটাক্ষ-বাণমেরে, মেরে ফেল্‌চে?।

শশি। হ্যাঁহে, তা বোল্‌বে বৈকি, দ্যাখাওদিকি, এস্ত নাগাদ কটা মোরেচে?।

মদন। ক্যানো ভাই, আমাকে দিয়েই দ্যাখনা ক্যানো? যে অবধি তোমার সঙ্গে দ্যাখা হোয়েচে, সে অবধি কি আর আমাতে আমি আছি? তুমি যে নিষ্ঠুর, একেবারে মেরে রেখেছো।

শশি। তোমার মতন আমি যদি কতা জান্‌তুম, তা হোলে আর মেয়ে মানুষকে নিষ্ঠুর বোল্‌তে পারতে না। যা হোক্‌গে বাজে কতা ছেড়েদাও, একন কাজের কতা যা তাই কও।

মদন। হাঁ, আমিও তাই বোল্‌ছিলুম্‌, একন কি করা যায়, বলো দিকি?।

শশি। আমি তার আর কি বোল্‌বো, আমার সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ, তোমার যা খুসি তাই করো।

মদন। তবে এক কর্ম্ম আছে, আমি এখান থেকে গিয়ে মেচোবাজারে এক্‌টা বাড়িভাড়া কোরে পরস্তু রাত্তিরে দশটা আন্দাজ তোমাদের ঘরের পেচোনে দাড়াবো তুমি সুযোগক্রমে সেই খানে গিয়ে জট্‌বে।

শশি। আচ্ছা, তবে এই পরামর্শই রৈলো, কিন্তু দেখো ভাই, য্যানো ভুলনা কতার যেন ঠিক থাকে ?।

মদন। হাঁ, আমি আবার ভুল্‌বো, তুমি না ভুল্লে বাঁচি।

শশি। আমি আর ভুল্‌বোনা, আমি তোয়ের হোয়ে থাক্‌বো, তুমি যাই আস্‌বে, আর অম্নি দুজনে চোলে যাবো।

মদন। আচ্ছা, তবে আমি কর্ত্তাকে বোলে সিগ্‌গির যাই। প্রস্থান।

(কাদম্বিনী ও বামার প্রবেশ)

কাদ। কিলো ঠাকুর জামাইকে একলা পেয়ে কি কচ্চিস লো ?

শশি। কিলো কাদি যে!

কাদি। হেঁ তোদের জামাই দেখ্‌তে এলুম।

শশি। আয় ভাই আয়, ঐ দেখ্‌ জামাই, তোরা তো কেও এলিনে, তা কি কর্ব্বো ভাই, কাযে কাযে আমি এক্‌লাই ঠাকুর জামাইয়ের সঙ্গে কথা বার্ত্তারা কচ্চি।

কাদ। আচ্ছা আমি তবে দুট চারটে কথা কই, ভাই বিদেশির সঙ্গে কথা কৈতে বড় লজ্জা করে।

বামা। সে কিলো তোর লজ্জাকরে এই দেখ আমি কেমন কথা কই (মদনকে) বলি ওহে বিদেশি "তোমার বাড়ি কোথা তোমার নাম কি তুমি থাক কোথা তুমি খাও কি"।

মদন। (স্বগত) বাবা! এরাতো সামান্য মেয়ে নয়; যাহোক আমারো রসিকতা কিছু প্রকাশ করা আবশ্যক (ঈষদ্ধাস্য করিয়া প্রকাশ) ভাই বিদেশির পরিচয় কি তোমরা জান্তে পার নাই?

উভয়ে। ক্যামন কোরে জানবো ভাই, তা বলো না বল্লে কি জান্তে পারা যায়?।

মদন। কেনভাই মানুষের মনের ভিতরে তে সবই থাকে, তা তোমরা তো আমার সেইমন

ইনি ওহ্, তা তাহাতেই কেন খুঁজে দেখনা পাবে এখন।

শশি। ওলো শুন্‌লি লো উনি আবার উল্টে চাপ দি চ্ছেন।

বামা। তাইতো লো উল্টে চাপ না উল্টে চাপ বলে কি "উল্ট করিলি কলি উল্ট করিলি, অশ্ব চড়াতে চাইলাম অশ্ব চড়ালি"।—

কাদ। ওলো তোরা আর কেউ ওঁরসঙ্গে কথা কোসনে্ লো; বিদেশির পরিচয় না পেলে আর কথা কওয়া হবেনা।

মদন। পরিচয় টা তবে একান্তই শুনবে বটে? তবে শোন "বাড়ি আমার পদ্মবনে থাই পদ্ম মধু ভ্রমর আমার নাম কমলিনীর বঁধু"।

বামা। এই যে লো জামাই তো খুব রসিক, ভাই জামাই একটি গান গাইতে হবে আমরা তাই শুনবো বলে এসেছি।

মদন। সর্ব্বনাশ কোল্লে গান আবার কি! আমি তো তা জানিনে ভাই।

বামা। ছিঃ! ভাই তুমি অমন রসিক তুমি আবার গান গাইতে জাননা, ঠাটদেখে বাঁচা যায়না গাও একটা গান গাও আমরা শুনি।

মদন। তবেই তো ভাই মুস্‌কিল কল্লে; তবে গাই

ভাই কিন্তু কিছু নিন্দে টিন্দে করোনা।

গীত।

অতিথি হইলাম তোমার যৌবন গৃহেতে প্রিয়ে ২।
(অতিথি হই,) আছি উপবাসি ধনি বিরহ বিষাক্ত
হয়ে। (অতিথি হই) আজি নিশিতেরে প্রাণ,
জুড়াইবার নাহি স্থান, রাখ অতিথেরি মান, প্রাণ
রাখ প্রাণ কথা কয়ে। অতিথি হইলাম তোমার
যৌবন গৃহেতে প্রিয়ে। অতিথি হই।

এইতো ভাই আমি যা জানি তা গাইলাম
এখন তোমরা একটা গাও।

বামা। ওলো কাদি এইবার কি হয়।

কাদ। হবে আর কি না হয় একটা গাবো তার আর
ভয় কি যেমন জানি তেম্‌নি গাবো।

বামা। তবে একটা গা।

কাদ। ডাঁড়া তোর কথাতেই কি গাব যে শুন্‌বে
তার কোন উকচ্চাকা নেই তুই বল্লেই কি
অম্নি গাবো।

মদন। কেন ভাই আমার আবার উকচাকা নেই
আমি তো তোমাকে অগ্রেই বলেছি খুব
গাবে বেশ গাবে; তবে চলুগ।

কাদ। তবে গাই, ইটি মাল্লেই পাটখেলটি খেতে হয় কি করি গাইছি গাইতে হয়, কি বলিস লো বামা।

বামা। গাবি বইকি তবে গান শিখিছিস কি কত্তে পাড়ার জামাই দের সাক্ষেতে গাবিনে তো কার কাছে গাবি।

কাদ। তবে তোরাও ধর। তবে শুন হে জামাই।

উঁ উঁ উঁ

গীত।

"মদন আগুণ জ্বলছে দিগুণ, কিগুণ কল্লে ঐবিদেশী ২। (মদন আগুণ জ্বল্‌ছে) ইচ্ছে করে উহার করে প্রাণ সোঁপে সই হইগে দাসী। মদন আগুণ জ্বলছে দ্বিগুণ কিগুণ কল্লে ঐবিদেশী (মদন আগুণ জ্বলছে) দারুণ কটাক্ষ বাণে, অস্থির করেছে প্রাণে, মনে না ধৈরয মানে ২, মন হয়েছে তায় উদাসী"। মদন &c

এই তো ভাই যা জানি তা গাইলাম এখন যা বলো।

মদন। বাবারে একে বারে মেরে রাখলে যে।

বামা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি জাই চল্লুম আর থাক্‌তে পারিনে।

কাদ। তবে ডাঁড়ালো আমিও যাই (মদনকে) তবে জাই চল্লুম কিছু মনে টনে করো না।

মদন। মনে করবো না, চির কাল মনে গেথে রাখবো।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শশিকে) তবে ঐ কথাই ধার্য্য হলো, এখোন আমি শীঘ্র কত্তাকে বলে যাই, কারণ শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নয় কথাতেই বলে "সুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং" ॥ সুভকর্ম্মটা যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় তাহাই করা উচিত।

(মদনের প্রস্থান)।

(বিনোদিনীর প্রবেশ)।

বিনোদ। কিলো বৌ একলা বোসে কি ভাব্‌চিস্‌।

শশি। কি ভাববো ভাই তা বল, তোর ভাতারের সঙ্গে এতোক্ষন কতো কথা কোচ্ছিলুম। ইত্যাদি।

শশি। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া) ভাই, তোর ভাতার্‌তো খুব রসিক, তুই ভাই আর জন্মে কত পুণ্যি কোরেছিলি, তাই অমন্‌তর ভাতারের হাতে পোড়েচিস্‌, আমরা যে কত পাপ কোরেছিলুম্‌, তা বলা যায় না, আমাদের ভাতার আমাদের দিকে য়্যাকবার ফিরেও চায়না।

বিনোদ। ক্যান্‌লো, য়্যাত দুঃখু ক্যানো ? সব্বাইকের ভাতার কি সমান, বিধাতাপুরুষ যার য্যামন কপালে লিখে দিয়েচে, তার তেম্নি হোয়েচে, তার জন্যে আর দুঃখু কোল্লে কি হবে ?।

শশি। হাঁলো হাঁ, তুই নাকি ভালো ভাতার্‌টি পেয়েচিস্‌ তাই বোল্‌চিস্‌, যদি আমার মতন হোতো তো টেরপেতিস ?।

সদা যার মন দুঃখ জ্বলিতেছে মনে।
সেই বিনে তার দুঃখ অন্যে কিবা জানে॥

ভাই বোল্‌তে পারে সব্বাই, কিন্তু যার জ্বালা সেই জানে ;

" যার জ্বালা সেই জানে কি জানিবে পরে।
বধিরে কি ধার ধারে সুমধুর স্বরে॥ "

বিনোদ। অমোন্‌ রসিক্‌ ভাতারের মুকে আগুন্‌, ওর আবার রস্‌ কোন খাওায়।

শশি। বালাই ও কি কথার্‌ শ্রী ? অকল্যেণের কতা কোস্‌ ক্যানো ?।

বিনোদ। না ভাই, সত্যি বোল্‌চি, ও যদি রসিক হোতো তাহোলে আমায় কি য়্যাত ঘেন্না কত্তো, স্ত্রীকে ঘেন্না করা কি রসিকের কায্‌ ?

শশি। ক্যানো, আমার সঙ্গেতো বেস্ কতা কৈলে ?।

বিনোদ। তবে বুঝি তোকে ওর মোনে ধোরেচেলো !

শশি। (স্বগত) তোর মুখে ফুল চন্নন পোড়ুক্ তাই ধোল্লিই বাঁচি। (প্রকাশ্যে) ইস্, তুই অমোন সুন্দরী, তোকে রেকে আবার আমার মোনে ধোর্‌বে, তোর কতা শুনে গা জ্বালা করে, সে যা হোক্, তোর ভায়ের মতন অরসিক তো আর দুটি নেই।

বিনোদ। ক্যান্‌লো, তুই দাদাকে য়্যাকযাই নিন্দে করিস্ কেন ? ঐ যে কতায় বলে, "এল্‌তলা বেল্‌তলা সেই বুড়ির পোঁদ্‌তলা" তাই হোয়েচে তোর, তুই কেবোল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কতাই নে আসিস্, দাদার কেবোল ঐ দোষ্‌টা একটু আছে বৈতনা, আর কারুকি ভাতারের অমোনধারা দোষ নেই ?।

শশি। থাক্‌বেনা ক্যানো, কিন্তু আমার য্যামন পোড়াকপাল য়্যামোন কারু নয়!—অন্য লোকের তবু য়্যাক আদ্দিনও ঘরে থাকে স্ত্রীর মোনটাও তোষে, যে বেহোয়ে ওব্দি য়্যাকবার আলাপও কোল্লেনা, আমার য়্যাকন একে এই সোমত্ত বয়েস তাতে যে

কত জ্বালা সচ্চি তা তোকে আর কি বোল্‌বো ?

কি কহিব ঠাকুরঝি কহিবার নয় লো।
কান্ত বিনে মোর প্রাণ অন্ত বুঝি হয় লো ॥
এনব যৌবন বল সঁপিব কাহায় লো।
ভাবিয়া ভাবিয়া তাই শীর্ণ হয কায় লো ॥
ফুটিল যৌবন-পদ্ম কোথা মধুকর লো।
পয়োধর শুষ্ক হয় না পাইয়া কর লো ॥
তাহাতে কন্দর্প দর্প করে নিরন্তর লো।
ভীষণ শাসন ভয়ে দেহে আসে জ্বর লো ॥
কুসুম-সৌরভে সদা হতেছি আকুল লো।
কোকিলের কুহুস্বরে করিছে ব্যাকুল লো ॥
অকূলে যাইতে মোর মন সাদ ধায় লো।
লোকে কলঙ্কিনী করে এই বড় ভয় লো ॥

ভাই আমার কি রকোম জ্বালা তা শুনলি তো ? এতে ক্যামোন্ কোরে বাঁচি বল দিকিন্ ?।

বিনোদ। কি কোর্‌বে বোন, যারে বিধাতা বিমুখ, তার কিছুতেই উপায় নেই, তাকে সব্ সোয়ে থাক্‌তে হয়।

(দ্বিতীয়াঙ্ক শেষ বিনোদিনীর প্রস্থান।)

—

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথমাভিনয়।

(শয়নাগারে শশিমুখীর উপস্থিত।)

শশি। শয্যার উপরে শয়ন করিয়া (স্বগত) এত দিনের পরে বুঝি দুঃখার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখ-তটে আরোহণ করিলাম, এত-দিনের পরে বুঝি বিরহ মমান্তঃকরণ ত্যাগ করত তৎপদে প্রেমকে অভিষিক্ত করিলেন, (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া) অদ্য আমার কি সৌভাগ্য অন্যান্য দিবস শয়ন করিয়া কেবল মনোদুঃখে ক্রন্দন করিতাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! অদ্য তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং সুখের আবির্ভাব হইতেছে, (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আজ নিদ্রার আকর্ষণ হইতেছেনা, কেবল প্রাণনাথের সেই অবয়ব স্মরণ-পথের পথিক হইতেছে। আহা, কি আশ্চর্য্যরূপ, রূপের মাধুর্য্য ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণ আর স্থির হইতেছেনা।

আহা মরি, মরি কিবা অপরূপ রূপ ।
ত্রিভুবনে নাহি হেরি ওরূপ স্বরূপ ॥
বিরলে বসিয়া বিধি করেছে সৃজন ।
নটবর মনোহর পুরুষ-রতন ॥
নয়নের ভঙ্গি ভরে কেড়ে লয় প্রাণ ।
ভুরু যেন কামধনু দৃষ্টি কামবাণ ॥
আহা হেরি কিবা শোভা কপাল ফলকে ॥
চিকুর অম্বর কোলে দামিনী দলকে ॥
বদন বিমল ইন্দু বাক্যে সুধাক্ষরে ।
রমণীরমণ রমণীর মনোহরে ॥
গগনে রাজিত শশি মৃগ অঙ্ক গায় ।
অকলঙ্ক শশি এসে উদয় ধরায় ॥
তিলফুল জিনি নাশা কিবা শোভা ধরে ।
ফুটিত অতোষি ফুল উদিত অধরে ॥
রতি হেরে ইচ্ছা করে গাঢ় আলিঙ্গন ।
অধর চাপিয়া করে বদন চুম্বন ॥
নবীন গোঁপের রেখা মনোহর কিবা ।
কার সাধ্য ভুলে তারে হেরিয়াছে যেবা ॥
মুক্তাশ্রেণী হেরি তার বিমল দশন ।
অকুল সাগরে করে শরীর মগন ॥
সুধাস্বর পিকবর করিয়া শ্রবণ ।
কাননে করিল লাজে শরীর গোপন ॥
হাসিতে যেরূপ শোভা বলিব কি হায় ।
চপলা চঞ্চলা হয়ে অম্বরে লুকায় ॥

গৃধিনী গঞ্জিত কিবা শ্রবণযুগল।
স্বুবর্ণ লাঞ্ছিত কান্তি অতি নিরমল॥

আহা, কিবা মধুর হাঁসি, দাঁতগুলি য্যান মুক্তা সাজিয়ে রেখেছে, যাহোক আজ্‌কের রাৎটে জো জা কোরে চোককাণ বুজে কাটাতে পাল্লে হয়, তাহা হইলেই কাল্ প্রাণনাথের সেই বদন-স্বুধাকর নয়নের উপরে রাখিয়া স্বুখে স্বুধাপান করিব, (কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া) আজ্ ঢের রাৎ হোয়েছে, আর ভাব্‌বোনা এক্‌টুঘুমুই, (ক্ষণেক নিদ্রার পর জাগরিত হইয়া) না, আজ আর ভালো নিদ্রা হোলো না, নিদ্রা হবে কি ? নিদ্রার আবেশ হোলেই সেই হৃদয়বল্লভ প্রাণেশ্বর স্বপ্নযোগে নিকটে আইসেন তাঁহারি অভ্যর্থনা কর্‌বো না নিদ্রা যাব, (আলস্য ত্যাগ করিয়া) দূরহোগ্‌গে যাক্ আর ঘুমোবোনা, রাৎও শেষ হোয়েছে (গবাক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন কবিয়া) ওমা এই যে রাৎ শেষ হোয়েছে, আর একটু গৌণেই, স্বুখতারা উট্‌বে, পূর্ব্ব-দিক ফর্সা হোয়েচে, কাগ কোকিল সব ডাক্‌চে, আর কি য়্যাকন ঘুমোবার সময়, য়্যাকন ওটবার চেষ্টা করা যাক্। (অর্দ্ধ অঙ্গ

উত্তোলন করিয়া) আহা, প্রভাত সমীরণে গাত্র একেবারে শীতল হইতেছে, তরুগণ সেই সমীরণে সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন উহারা আমাকে সেই হৃদয়েশের সহিত মিলন করিয়া দিবার নিমিত্ত শাখারূপ হস্ত দ্বারা আহ্বান করিতেছে, (ক্ষণেক বিলম্বে) উঠি আর মিথ্যা কেনো পোড়ে থাকি, (গাত্রোত্থান করিতে করিতে ইষ্ট দেবতার নাম করিতে গিয়া) মদন্ মদন্ আমার য়্যাকযাই ঐ নাম্‌টা মোনে কোরে কোরে কেবোল ঐ নাম্‌টা মোনে পোড়্‌চে, দুর হোগেগ ব্যালা হোল আর ঠাকুরদ্দের নাম কোরবো না, য়্যাকন একটু মিশি দাঁতে দিইগে।

দ্বিতীয়াভিনয়।

(শশিমুখীর প্রস্থান।)

[জটিলে ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।]

কাদ। কিগো, কোথাগো সব মেয়েরা।

জটি। এসো, মা এসো, বোসো।

কাদ। না মা, আর বোসবো না, তোমাদ্দের বৌ কোতা।

জটি। এই যে বৌ এখানেই ছিল, ওঘরে গেছে বুজি, (কিঞ্চিৎ বিলম্বে) তোদের কি রান্না হোয়েছিলো গা বড় বৌ?

কাদ। আর মা, তারতো য়্যাকন কাজ কর্ম্ম নেই, সে আজ্ কদ্দিন ধোরে ব্যামোয় ভুগ্‌চে, আমাদ্দের আর রান্না আর খাওয়া মা, আমাদ্দের দুঃখের কতা ক্যানো আর জিগেগসা করো, খাওয়া না গন্তো বুজোনো, শোয়া না পোড়ে থাকা।

জটি। তবু শুনি।

কাদ। এই তেওড়ার ডাল হোয়েছিল, আর মূলো দিয়ে কাঁচ্‌কলা দিয়ে মানকচু দিয়ে, ঠাকুর-জামাই পুলিবেগুণ পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাইতে তাই দিয়ে রসা রসা চচ্চড়ি হোয়েছিল।

জটি। তা, বেস হোয়েচে।

[জটিলের প্রস্থান।

শশির প্রবেশ।

শশি। কিলো, কাদু যে, কতক্ষণ এয়েচিস্?।

কাদ। তোবুও ভাল, যে একবার জিগেগসটা কোল্লি, তুই ভাতার সোহাগি হবার জন্যে যে ভাবোন্ কোচ্চিস্ তা আবার জিগেগসা কোর্‌বি কি?

শশি। মরোন আর কি, ভাতারের জন্যেই পেরায় ভাবোন্ কোচ্চি, ও ভাতারের মুখে আগুন, মোরে যায়তো সত্যপিরের নাচ্‌কড়ার সিন্নি দিই।

কাদ। বালাই, ভাতারকে মর বোল্‌চিস্ ক্যানো, তুই মর না, তুই মর।

শশি। আর কি আমার মরণ আছে লা, এখন মরণের মাতা খেয়ে বোসেছি।

মিছে কেন আর সখি বল মোরে মর।
প্রেমসুধা পানে আমি হোয়েছি অমর ॥
এত দিনে ভাসিলাম প্রণয়-তরঙ্গে।
এখন বিচ্ছেদ হোল বিচ্ছেদের সঙ্গে ॥
আমার বিপক্ষ যারা ছিল সর্ব্বক্ষণ।
বান্ধবস্বরূপ তারা হোয়েছে এখন ॥
বসন্ত স্বাপক্ষ হোল আর কারে ভয়।
মনোলোভা শোভা-প্রভা তাহাতে উদয় ॥
মলয়া পবন ছিল আমার শমন।
বুকের বসন খুলে করি আলিঙ্গন ॥
কুহুরবে কোকিল করেছে জ্বর জ্বর।
এখন সে স্বরে সুধা ক্ষরে নিরন্তর ॥
কোরেছিল ফুলশর বড় জালাতন।
নারির চরণ ধোরে করিবে রোদন ॥

শুন্‌লি তো, আর কি আমি মোরবো ? এখন আমার পাতোরে পাঁচ কিল।

কাদ। সে কিলো, তুই আবার এর মধ্যে পেরেম কোরে বোস্‌লি, তাইতো বলি আজ্‌ কাল্‌ তোর্‌ রকম্‌টা বড়ো ন্যাকন্‌ চ্যাকন্‌ গোচ, সে যাহোক্‌, য়্যাখন কার সঙ্গে ঘোট্‌লি বল দিকি।

শশি। ভাই, আমার মাতা খাস, কাকুইকে বোলিস্‌ টোলিস্‌নে, তুই নাকি আমার ব্যাতার বেতি, তাই তোরে বল্লুম্‌।

কাদ। মর, তুই কি ক্ষেপেচিস্‌ নাকি, ওকতা কি কাকুইকে বল্‌বার কতা, তা বোল্‌বো ? তুই বল্‌না ক্যানো, তার আবার ভয় কি।

শশি। তোর্‌ সাক্ষেতে বল্‌বার বাদা কি।

তুমি মম প্রাণ—আধা, তোমায় বলিতে বাধা,
আমার অন্তরে কিছু নাই।
কিন্তু সে গোপন ধনে, সদা রাখিবে গোপনে,
প্রাণসখি এই ভিক্ষা চাই॥
যার প্রেম খতে সই, কোরেছিলো আমি সই,
বলি শুন তার বিবরণ।
সদা যে আমার মন, হইতেছে উচাটন,
হইলে লো তাহারে স্মরণ॥

ঠাকুর জামাই এসে শুভ ষষ্টি দিনে।
আমায় করেছে বদ্ধ প্রণয়ের ঋণে॥
গোপনে নির্জ্জনে তারে পেয়ে আমি সই।
তাহার প্রণয় খতে করিয়াছি সই॥
কি কহিব তার গুণ বাক্য নাহি সরে।
কোকিল লজ্জিত হয় তার কণ্ঠস্বরে॥
বিহিত বিধানে শিক্ষা পেয়েছে মদন।
মদন দমন কোরে গিয়েছে মদন॥

এঁকন শুন্‌লি, কার সঙ্গে পিরীত ?।

কাদ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) শুন্‌লুম বটে ভাই, কিন্তু আমার গা কাঁপ্‌চে, তোরতো সামান্নি বুকের পাটা নয়, বোলি তোর কি, একটু ভয় কোল্লে না।

শশি। আর ভাই, ভয় বোলে ভয়, "বলে, মরে মোন্‌সা পোদের জালায় বর দিয়ে যাও"। যা হোক্ ভাই, তুই কিন্তু কাকুই বোলিস্ টোলিস্ নে।

কাদ। তার জন্যে তোকে আর ভাব্‌তে হবে না, কিন্তু যা হোক্‌গে ভাই, খুব্ গোপোনে থাকিস্ যেনো কেউ টের টোর পায় না।

শশি। (স্বগত) আর গোপনে থাক্‌বে? আজই ঢাক্ বেজে যাবে য়্যাকন।—(প্রকাশ্যে) তা

আর বোল্‌তে হবে না, আমি সাধ্যমতে কোস্‌সুর কোর্ব্ব না।

কাদ। তা আচ্ছা ভাই, আমি একন চল্লুম্‌।

শশি। বোস্‌না ভাই, একনি যাবি ক্যানো।

কাদ। না ভাই সোন্দে হোলো, আর থাক্‌তে পারিনে।

শশি। তবে চল, আমিও ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয়াভিনয়।

(রাজপথে মদন ও হর উপস্থিত।)

হর। কি গো, জামাই বাবু এখানে যে ?

মদন। আরে কেও, গয়লা দিদি না কি ?

হর। আমার আজ বড়ো ভাগ্গি যে, তুমি আমাদ্দের ইদিকে এওছো। হাঁগা জামাই বাবু, তুমি না বাড়ি গিছ্‌লে ?।

মদন। হাঁ গো, পোরশু বাড়ি গিছ্‌লুম বটে, তা আজ্‌ এক্‌বার এদিগে বেড়াতে এলুম।

হর। হ্যাঁ একোনতো রোজ্‌ই বেড়াতে আস্‌বে, ক্যানোনা একোন গিন্নি বড়ো হোয়েচে, সে যা হোগেগ; ও সব কতা ছেড়ে দাও, তবে এখোনো বোল্‌তে পারিনে, যদি আমাদ্দের বাড়ি যাও।

মদন। যাবো না ক্যানো, চলো না।

হর। এসো, এসো, ঐ যে বাড়ির নাচ দ্যাকা যাচ্ছে।

(হরর বাটী উভয়ের প্রবেশ।)

মদন। তবে গয়্‌লা দিদি! কোতা গেছ্‌লে বলো দেকি?

হর। আর ভাই, আমার কতা বলো ক্যান? পেটের জ্বালায় মরি, তাই একবার খোদ্দের বাড়ি গিছ্‌লুম।

মদন। যা হোক্‌ গয়লা দিদি, একটা কতার জন্যে এলুম্‌।

হর। কি কতা ভাই।

মদন। কতাটা কি, (কিঞ্চিৎ স্থগিত থাকিয়া) না আর বোল্‌বো না।

হর। আমার মাথা খাও, আমার মাথা খাও, কি কথাটা বলই না?

মদন। না কতাটা য়্যামোন কিছু নয়, বোল্‌ছিলুম কি, বোলি তুমি সর্ব্বদাই ওদের বাড়ি যাও টাও।

হর। কাদের বাড়ি, তোমার শ্বশুরদের বাড়ি?।

মদন। হ্যাঁ।

হর। যাই বৈ কি, ক্যানো।

মদন। না, ভাই বোল্‌ছিলুম।

হর। না ভাই, তুমি কতাটা ভাঁড়ালে, তুমি যদি না বলো, তবে আমার মরামুক দ্যাকো।

মদন। আঃ, আর দিব্বি দ্যাও ক্যানো, তোমাকে না বোল্লে তাতো হবেও না।

হর। আচ্ছা, তবে কি বলো।

মদন। বোল্‌ছিলুম কি; বোলি, শ্যাম বাবুর স্ত্রীটি বড়ো ভালো মানুষ, নয়?।

হর। (স্বগত) বুঝিচি, যা বোল্‌বে তা বুঝিচি, তা আমিও তোমার কাছে এক হাত মার্‌বো।— (প্রকাশ্যে) আহা, খুব্‌ ভালো মানুষ, বৌটির গুণের কতা কি বোল্‌তে আছে? আহা, তা তার এম্‌নি পোড়া কপাল, যে, য়্যাক দিনও ভাতারের মুক দেক্‌তে পায় না।

মদন। তা যা হোগেগ, তুমি একবার গিয়ে তাকে এক্‌টা কতা বোলে আস্‌তে পারো?।

হর। কি ভাই, আমাকে কোনো মোন্দো কতা টতা বোল্‌তে বোলো না, আমি তা পারবো টারবো না।

মদন। "চোরের মোন পুঁই আঁদাড়ে," মোন্দোই কি বোল্‌তে হয়।

হর। তা আচ্ছা, তবে বলো।

মদন। বোলবো কি ভাই, তুমি যে মোয়ান তাড়া দিলে, তা আর বোলি ক্যামন কোরে ?।

হর। বলই না শুনি।

মদন। শুন্‌বে, তোমাকে ভাই পাঁছ টাকার সন্দেশ খেতে দেবো, তুমি একবার ওদের বৌকে বলোগে, বে, আমার যেখানে থাকবার কথা ছিলো আমি সে খানে না থেকে, তোমাদের বাড়ি আছি।

হর। ওমা, সে কিগো ?। আমি ক্যামোন কোরে বোল্‌বো ?।

মদন। তোরার অসাধ্য কি কর্ম্ম আছে ? তুমি বৈ ভাই আমার আর বোন্ধু টোন্ধু নেই।

হর। আচ্ছা তবে যাই, কিন্তু উঁ উঁ।—

মদন। তোমার বিষয়, তা বোল্‌তে হবে ক্যানো, সে ভাল কোরেই বিবেচনা কোরবো, কিন্তু এখন তুমি পাল্লে হয়।

হর। আমি আবার পার্‌বোনা, আমি কি তোমার তেম্নি গয়লা দিদি।

কত গুণে গুণবতী রসবতী হই।
আমার গুণের কথা কার কাছে কই ॥
তন্ত্র মন্ত্র ছিটে ফোঁটা এত গুণ জানি।
আকাশে আকর্ষি দিয়ে চন্দ্র ধোরে আনি ॥

আমার কুহকে যেবা পড়ে একবার।
ভেড়া হোয়ে ঘরে থাকে নাহি যায় আর ॥
সুপক্ক হোয়েছে কেশ স্খলিত দশন।
তথাপি পশ্চাতে ফেরে কত যুবাগন ॥
হর কোপানলে পুড়ে মরিল মদন।
আমার কটাক্ষ শরে ব্যস্ত ত্রিলোচন ॥
ফেলিয়া প্রণয় জাল আট ঘাঠ এঁঠে।
" যেথা ছুঁচ চলেনা চালাই তথা বেঠে ॥ "
অসাধ্য সাধনা করি সাধ্যের অধীন।
সমভাবে প্রেমে বদ্ধ প্রবীণ নবীন।
আমার সাধ্যের কথা বলিব কি আর।
কার্য্যসিদ্ধ হোলে সব হইবে প্রচার ॥

শুন্‌লে ভাই, আমায় কত গুণ তা শুন্‌লে।

মদন। শুন্‌লুমতো তোমার গুণে আর পালান দিতে নেই। যা হোগেগ এখন আমার কর্ম্মটা সেরে এসো দিকি ?।

হর। তোমার কর্ম্ম দু'দিনের মধ্যে শেষ কোর্‌বো, তার আর ভুল্‌টি নেই।

মদন। তা তোমাকে তো আর কিছু কত্তে হবে না, আমার গড়াপেটা আছে, তুমি কেবোল বলগে যাও, আমি তোমাদের বাড়ি আছি।

হর। ওমা, তোমাদের গড়াপেটা হোয়ে গেচে,

আমি মোনে করে ছিলুম আমাকেই গড়্‌তে পিট্‌তে হবে।

মদন। না, সে গড়া হোয়ে গেচে, এখন কেবল আমার সঙ্গে গেলিই হয়।

হর। ওমা এর মধ্যে এত হোয়েছে, যে, তোমার সঙ্গে সে যাবে?।

মদন। হাঁ, যাবে বৈকি, পিরীতে কিনা করে।— আহা! এর্ একটি বেস্ গান আছে, কি, হুঁ, "ওরে পিরিত রে তুই জগতের রাজা পিরীত যে কোরেছে সেই জেনেছে তোর মজা। (আহা) পিরীত কোরে ফোকির হোলো নন্দের রাজা।" (আহা) কেমোন ভাব দেখেচো, পিরিতের যে কত গুণ তা কে বোল্‌তে পারে বল।

পিরীতি অমূল্য ধন, যে করেছে সেই জন,
পেয়েছে তাহার মর্ম্ম সার।
এ ধনে বঞ্চিত যেই, বৃথা জন্ম ধরে সেই,
ত্রিসংসার সকলি অসার॥

শুন্‌লে ভাই?!

হর। আচ্ছা ভাই, তবে দুদ্ দিতে যাই, আর অম্নি বোলে আসি, তুমি এই খানে বোসো।

মদন। আচ্ছা তবে সিগ্গির যাও, আর দেরি কোরো না।

(হরর প্রস্থান।)

[ছিদাম ঘোষের অন্তঃপুরে জটিলের উপস্থিত হরর প্রবেশ।]

হর। কোথা গো মেয়েরা, দুদ্ ন্যাওসে।

জটি। আজ্ বড়ো সকাল সকাল দুদ্ এনেচিস্ যে হর ? ।

হর। (স্বগত) তোমাদের মাতা খেতে (প্রকাশ্যে) আর মা, একন এক্‌টু অবকাশ পেলুম, তাই ওম্নি দুদ্‌টুকু দিতে এলুম্, আবার সন্ধে হোলো গোরু বাচুরের জাব্ দিতে হবে।

জটি। আচ্ছা ঐ ঘরে বৌ আছে, দাওগে যাও।

(জটিলেব প্রস্থান।)

[শশিমুখীর প্রবেশ।]

শশি। কিরে গয়্‌লা দিদি. আজ্ যে বড়ো সকাল্ সকাল্।

হর। সকাল্ সকাল্ বলে কেগো, তোমারি জন্যে আর কি।

শশি। আমার জন্যে ক্যান ? আমিকি কচিখুকি তা দুদ্ না খেলে মোরে যাবো, আমার কি গলা শুক্‌য়ে দম্‌আট্‌কে যাবে।

হর। বোলি দম্ আট্‌কে যেতো কিনা তা দ্যাকা যেতো।

শশি। ক্যান ভাই, আমার কি হোয়েচে ? ।

হর। কি হোয়েচে জান না আমার কাচে আবার ন্যাকামি ? দেয়ের কাছে কোঁক্ ছাপি।

শশি। ক্যানো ভাই, ন্যাকামি কি কোল্লুম আমার কবে ছেলে হোলো তাই দেয়ের কাছে কোঁক ছাপি কোল্লুম।

হর। আহা ! যেন কিচ্ছুই জান না, ভাজামাচ্‌টিও উল্‌টে খেতে পারো না।

শশি। যা ভাই, আর তোর ন্যাকামি কোত্তে হবে না তুই ভেঙ্গেচুরে বল্ ভাই আমি কোর্ কাপ্ বুজিনে।

হর। একেবারে গিন্নির কাছে ভেঙেচুরে বোল্‌বো একোন্।

শশি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ! এবুঝি টের্‌পেয়েচে, ক্যামন্ কোরিইবা টের্‌পেলে, যাহোগেগ একে হাতে রাখা ভালো ?।

একি সর্ব্বনাশ, কি করে আভাঁষ,
পাইল এ সর্ব্বনাশী।
ইনি এক ধনী, কি করে না জানি,
প্রমাদ ঘটালে আসি ॥

কপাল যে পোড়া, সুখেতে বাগড়া,
তাই সদা পড়িতেছে।
যেই দিকে যাই, সেদিগে বালাই,
যেন সঙ্গে আসিতেছে ॥
কি রূপে এমন, বিপদে তারণ,
হয় নাপাই উপায়।
যদি দেয় বোলে, কি রূপে তাহোলে,
এড়াইব সেই দায় ? ॥

হর। বড় চুপ কোরে রৈলে।

শশি। চুপ কোরে থাক্‌বো না তো কি কর্ব্বো ? তোর কথা শুনে অবাক্ হোয়ে রোইচি। আমার পেটের পিলে চম্‌কে গেচে।

হর। হ্যাঁ চম্‌কা বিইতো, আবার আজ যখোন হাতে পাতে ধোরিয়ে দেবো, তখোন আরো চম্‌কাবে।

শশি। হাতে পাতে কিলো আমি হাঁড়ি খাই ?।

হর। হাড়ি খাও কি সরা খাও তা তোমার ঠাকুর জামাই এলিই দেক্তে পাবে একোন।

শশি। ক্যান ভাই ঠাকুর জামাই এলিই কি দ্যাকাবি। ঠাকুর জামায়ের কি হয়েছে ?।

হর। আর শাগ দিয়ে মাচ্ ঢাক্‌তে হবে না আমি সব্‌টের পেইচি।

শশি। (হরর হস্ত ধারণ করিয়া) ভাই তুই যদি টেরিই পেয়েচিস্ কাউকে বোলিস্ টোলিস্ নে। তোকে দশটাকা সন্দেশ খেতে দেবো।

হর। আচ্ছা সেতো না বলবার দশ টাকা, আর যে, তোমার সু-খবর এনিচি তার কি? দেবে বলো।

শশি। আচ্ছা তুই যদি সুখবর দিস্ তার দোরুণ পাঁচ টাকা দেবো।

হর। তবে শোনো বলি, তোমাদের যে খানে জোট্‌বার কতাবার্ত্তা চিলো সেখানে জোটা হবে না, আমাদের বাড়িতে জুটতে হবে তোমার ঠাকুর জামাই সেখানে এসেছে।

শশি। তা ভাই আমি সেখানে ক্যামন করে যাবে, আমি তো তোদের বাড়ি চিনিনে।

হর। তাজ্জন্যে আর তোমাকে ভাব্‌তে হবেনাকো? আমি নেযাবো একোন।

শশি। আচ্ছা তবে আমাদের খাওয়া দাওয়া হোলিই আসিস্?।

হর। আচ্ছা, তবে চোল্লুম, ঐ পরামর্শই রৈলো কিন্তু আমার বিষোয়টা যেন মোনে থাকে।

[হরর প্রস্থান।]

শশি। (স্বগত) হায়, এতদিনের পরে আমাকে এই বিষম পাপ-সলিলে অবগাহন করিতে হইলো, কিন্তু কি করি? এ-দুসহ বিরহ যাতনা সহ্য করা অতি কঠিন, হায় আমার পতি যদি এইরূপ কুস্বভাম্বিত না হইতো, তাহা হইলে আমাকে আর এরূপ পাপে রত হইতে হইত না। (উদ্দেশে পতিকে সম্বোধন করিয়া) হে কান্ত! তুমি কি নিষ্ঠূর। তোমা হইতেই আমাকে এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল!

কোথাহে নিদয় পতি, কোথা রৈলে তুমি।
তব লাগি কুলে কালি, দিলাম হে আমি॥
তব আশে বহুদিন, ধরিয়াছি ধৈর্য্য।
তব আশে বহু জ্বালা, করিয়াছি সহ্য॥
তব আশে এত দিন, এ নব যৌবন।
রেখেছিলাম প্রাণ পণে, করিয়া যতন॥
এখন সে সব্ আশে, দিয়ে জলাঞ্জলি।
যাইতে হইল নাথ, কুলে দিয়ে কালি॥
অবশেষে এই কিহে, ছিলো মম ভালে।
পড়িতে হইল শেষে, কলঙ্কের জালে॥
জনমের মত আমি, হইহে বিদায়।
আমায় দেখিতে আর, না হবে তোমায়॥
মনোসুখে বেশ্যালয়ে, কর সুখ ভোগ।
আর না ভুগিতে হবে, এপাপের ভোগ॥

[শশিমুখীর প্রস্থান।]

[হরর বাটিতে, মদন উপস্থিত হরর প্রবেশ]।

মদন। কি গয়লা দিদি এলে ? আঃ বাঁচলুম্ এতক্ষণ ভেবে ভেবে সারা হোচ্ছিলুম্, এখন খবর কি বলো দিকিন, মেয়ে না ব্যাটা ?

হর। ব্যাটা ছেলে হোয়েচে সন্দেশ খাওয়াও।

মদন। তা খেও, এখন কি বোল্লে বলোদিকি ?।

হর। * তুমি যা যা বোল্‌তে বোলেছিলে, তা সব্ বোল্লুম্ বোল্‌তেই রাজি হোলো।

মদন। রাজি হবে বৈকি, সে বড়ো ভালো মানুষ, তাকে আমি বরাবরি জানি, তা আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

হর। ক্ষিদে পেলেই কি দুহাতে খেতে হয় ? তোমার যে আর তস্‌সয়না, রোসো সন্ধেই হোক্।

মদন। আচ্ছা, আমার বেড়িয়ে আসতে সন্ধে হবে য়্যাকন।

হর। তবে একটু গোড়ি মোসি করে এসো।

মদন। আচ্ছা তাই হবে য়্যাকোন।

(মদনের বেড়াইতে গমন ও পুনরাগমন)।

(হরর বাটিতে) শশিমুখী ও হর উপস্থিত।

(মদনের প্রবেশ)।

মদন। বাঃ এই যে তোমরা সব্ প্রস্তুতই যে আছ গয়লা দিদিকে কি আর কিছু বোল্‌তে হয়, এসো ভাই গয়লা দিদি একবার সেক্ হ্যাণ্ড করি।

হর। একোন ও ইংরিজি ফিংরিজি রেকে দেও সিগ্‌গির কর্ম্মো সাবাড় করো আবার কেউ টের টোর্ পাবে।

মদন। হ্যাঁ, আর দেরি কোরে কাজনেই তবে তুমি ভাই আমাদের আগিয়ে দিতে এসো।

হর। আমার গা কাঁপ্‌ছে আমি যাবো না, আমি এখানে ডাঁড়িয়ে দেকি।

মদন। আচ্ছা তবে তুমি আজ্ এই কুড়ি টাকা নাও, আর তোমার এ বেগুনক্ষেত। তোমার আশীর্ব্বাদে যদি একটু ভালো কর্ম্ম কাজ হয়, তা হোলে আর ভাব্‌না কি ?।

হর। আমারো তাই প্রার্থনা যে, তোম্‌রা সুখে থাকো আমিও পাঁচবার আব্‌দার কোল্লে পাবো।

শশি। তবে গয়লা দিদি, একোন আসিগে কিছু মনে টোনে করিস্‌নে ?।

হর। মোনে আবার কোর্‌বনা জদ্দিন্ বাঁচ্‌বো তদ্দিন্ মোনে কোর্‌বো।

মদন। তবে চোল্লুম্ ভাই গয়লা দিদি।

হর। আচ্ছা, এ সো, সাবধানে জেও টেও, দুর্গা শ্রী হরি।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক শেষ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথমাভিনয়।

(রাজপথে) নৈমুদ্দী চৌকিদার উপস্থিত।

নৈমুদ্দি। (স্বগত) এই নাস্তারপর পগ্‌লো কোন্ হাড়ো।—
(উচ্চস্বরে) মুই ক্যাম্ন্যায় ফিরে যাইমু দ্যাশে।
ওঁ মোর এইছিল কি কপালে শ্যাষে।

(মদন ও শশিমুখির প্রবেশ।)

নৈমুদ্দি। গলির মদ্দি কেডা ও?

মদন। রেওৎ।

শশি। ওমা ওকি গো?।

মদন। চুপকর্ চুপকর্ তোমার কথা শুন্‌লে এখুনি ধোর্‌বে।

শশি। ওমা ধরবে তবে আমি কেথা লুকোব গো।

চৌকিদার। আরে ও মায়ে মানুষের শহান হুন হুনায় কেডা খারা হও মোরে দ্যাকতে ঐবে।

মদন। কেন রে ব্যাটা দাঁড়াবো ভদ্র লোক্কে এমন কথা বলিস্।

চৌকি। কিরে হালা মোরেনি ভ্যাটা কওরে হালা মুই কাদের চৌকিদারের চেলা নৈমুদ্দি চৌকিদার মোর বাপে দুই গো বিয়া কোরসিল আষ্ট গো নিয়া কোরসিল মোরে নিভ্যাটা কও হালা আমার বড্র লোক কইছেন খারা হ হালা খারা হ।

মদন। দাড়বো না ব্যাটা কি কোর্‌বি কর দেখি।

চৌকি। আরে হালা, আর জাবা কোয়ানে তোরে তো দোর্‌চি, ঐ পাছে হারজন্ হাপ্ আস্‌-বার্ লাগ্‌চে।

(সারজনের ও জমাদারগণের প্রবেশ।)

সারজন। ওয়েল্ চৌকিডার, ক্যা হুয়া, খবর ক্যা ?

চৌকীদার। ছ্যালাম সাপ। ইয়ে আদমি রেণ্ডি লেকে ভাগ্‌তা গোর, খারা হোতে নেই।

সারজন। ঐ উ টোম কোন্ হ্যায়।

মদন। (নিকটে আসিয়া) গুডনাইট্ স্যার উই গন আওয়ার ফ্রেণ্ড হাউস্ ফর্ ইন্‌ভাইট্, নাউ গোয়িং হোস।

সারজন। হাম উও সব্ বাটওট নেই জান্টা, উও রেণ্ডী কোন্ হ্যায়।

মদন। মাই ওয়াইফ, স্যার।

সারজন। (শশিমুখীকে সম্বোধন করিয়া) হে গো ইনি টোমার কে হোন্। (কোনো উত্তর না পাইয়া) টোমার লোজ্জা কোর্‌লে হোবেনা, টা হোলে টোমাকে বরো ডুক্ষু পেটে হোবে।

শশি। (ত্রাসে ত্রাস্ত হইয়া) য়ঁ্যা-উঁ-অঁ্যা, উনি আমার ভাই হন।

সারজন। উনি বোল্‌তেছেন টুমি ওর ইষ্ট্রি হও, টুমি ফের্ বোল্‌টেছো আমার ভাই, ইয়া ক্যাসা বাট।

শশি। হঁ্যা, উনি আমার সোয়ামি হন্, উনি তো আমাকে বার কোরে নিয়ে যাচ্চেন না।

সারজন। টোম্‌লোক আপ্‌না বাট্‌সে আপনে ধরা পড়্‌তেছো, হাম ক্যা করেঙ্গে (চৌকীদারকে সম্বোধন করিয়া) চৌকীডার ইএ লোককো

আজ বেনিগারদমে লেযাও, কাল ফজরমে পুলিসমে হাজির করো।

মদন। (মৃদুস্বরে সারজনকে সম্বোধন করিয়া) স্যার লেট্ অস্ গো; আই গিব্ইউ হাণ্ড্রেড রুপিস্।

সারজন। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইওরমনি। চৌকীডার, আবি লেযাও সালাকো, জমাডার টুমলোক ডো আড্মি কো সাট জোও। (প্রস্থান।)

জমাদার। চল্‌বে চল্, আবি গারদমে চল।

মদন। (কিঞ্চিৎদুর গমন করিলে পর) বলি, ও জমাদ্দার সায়েব, ছেড়ে দাও না, তোমাকে পঞ্চাশ টাকা সন্দেশ খেতে দেবো।

জমাদার। চোপ্‌রাও বাঙ্গালি, তোমারা রোপেয়া কোন্ মাৎতা, হারামজাদ্।

চৌকীদার। আরে হালা, এহোনে আর কি ঐবে, হারজন দ্যাকচে, য়্যাহোন এই গারদে আহো।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াভিনয়।

বেনিগারদ [শশিমুখী ও মদন উপস্থিত।]

শশি। (মৃদুস্বরে রোদন করিতে করিতে) বোলি হাঁগা ঠাকুরজামাই, য়্যাকন কি হবে গা।

মদন। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর কি হবে যা কপালে আচে তাই হবে, কাল্ যে ক্যামন কোরে পুলিসে মুক দ্যাখাবো তা বোল্‌তে পারিনে।

শশি। ওমা আমি পুলিসে ক্যামন কোরে যাবো? আমি ততো লোকের কাছে ক্যামন কোরে মুকদ্যাকাবো, (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা আমার কি হোলো গো মা, ওমা আমি ক্যামোন কোরে মুক দ্যাকাবো গো মা, ওমা অমি এ জ্বালা যে জানিনে গো মা, ওমা আমি যে কুলের বৌগো মা, ওমা আমি এমন গু ক্যান খেয়েছিলুম গো মা, ওমা আমি যে ঘরে বেসছিলুম গো মা, ওমা ক্যামন কোরে সায়েবের সুমুকে যাবো গো মা।

মদন। বলি, কেঁদে আর ক্যান ঢলাঢলি করো চুপ্ করো না।

শশি। (ক্রন্দন হইতে বিরত হইয়া) বলি ঢলা ঢোলির আর কি বাকি আচে।

মদন। ঢলা ঢোলিতো হোএচে, একন কিসে খালাস হওয়া যায় তার একটা উপায় দ্যাকা যাক্।

শশি। কি আর মাতা মুণ্ডু উপায় দেকবে।

মদন। বিপত্তে মদুস্থদনকে ডাকা যাক্, তিনিই যা করেন।

শশি। আমরা যে পাপি, পরমেশ্বর কি আমাদের উপর আর মুক তুলে চাবেন? (স্বগত) হা, আমি যে কি রূপ পাপপঙ্কে মগ্ন হইলাম তাহাবলা যায় না, এবং পরমেশ্বর যে আমার নিমিত্ত কি রূপ শাস্তি ধার্য্য করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না। হায়, আমি একে- বারে এক ঘর গৃহস্থকে কুলনষ্ট করিয়া আসিলাম। উঃ আমি একেবারে কলঙ্কের হ্রদে অবগাহনকরিলাম, হেজগদীশ্বর! আমি এক্ষণে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে সঙ্কুচিত হই। হায়, হায়! আমি যদি পতি সহ-বাস- সুখে বঞ্চিত না হইতাম তাহা হইলে আমাকে আর এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না হায়! পিতা মাতার কুলোজ্বলের নিমিত্ত অন্ধ ও বিচার শূন্য হইয়া আমাকে একটি জঘন্য পাত্রসাৎ করিলেন, তাহা হইতেই আমার এত দুঃখ। হায়! এক্ষণে পৃথিবীও আমার এই অসীম পাপভার বহন করিতে অসমর্থা হইয়া ছেন, এক্ষণে আমি যে দিগে দৃষ্টিপাত করিব সেই দিকই পাপরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে।

ওমা ওমা একি দায় ঘটিল আমায়।
দেহ হোতে পাপ প্রাণ, কেন নাহি যায়॥
সুখ দিবা এত দিনে, হল অবসান।
মান্য রবি অস্তাচলে, করিল প্রস্থান॥
এখন আইল ঘোর, দুঃখ রূপ নিশী।
তাহাতে উদয় হৈল, কলঙ্কের শশী॥
তাহাতে উঠিল যত, গঞ্জনার তারা।
পাপ রূপ শিশীরে, শরীর হল সারা॥
কোথা হে কৃতান্ত কেন, ভুলিলে আমায়।
এমন পাপিষ্ঠে কেন, না লও ত্বরায়॥
পাপীয়সী বলি, ঘৃণা তুমিও করিলে।
বুঝিলাম স্ত্রী হত্যায়, কাতর হইলে॥
নরক তোমার ভয়ে, করিল প্রস্থান।
হায় হায় নরকেও, নাহি মোর স্থান॥
ধন্য মা মেদিনি তোরে, ধন্য বোলে মানি।
কেন মা পাপের ভার, বহিছ মা জানি॥
কোথা মা জননি তুমি, আমা হেন মেয়ে।
আঁতুড়ে মারনি কেন, মোর মাথা খেয়ে॥
যেমন পাত্রের সঙ্গে, দিয়াছ গো বিয়ে।
তেমনি বসেছি আমি, দুই কুল খেয়ে॥
কুলোজ্জ্বল হবে বোলে, দিয়েছিলে বিয়ে।
গারদ উজ্জ্বল মাগো, দেখনা আসিয়ে॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

[ছিদামচাঁদ ঘোষের অন্তঃপুর।]

(জটিলা ও বিনোদিনীর উপস্থিত।)

বিনোদ। (শয়নাগারে স্বগত) বৌ যে আমাকে বোলে গ্যাল, যে ঠাকুরঝি তুই ততক্ষণ শো আমি য়্যাকবার ঘাটথেকে আসি, তাকি সে একন কি ঘাটে বোসে আচে? আমার পেরায় এক ঘুম হোলো, একবার দ্যাকা যাগ্ (দ্বার উদ্ঘাটন করত জটিলেকে সম্বোধন করিয়া) মা ওমা।

জটিলে। (নিদ্রোত্থিত হইয়া) ক্যান ডাক্চিস্ লো।

বিনোদ। একবার বাইরে আয়তো গা একটা কথা বোলি।

জটি। (দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া) ক্যান, কি হোয়েচে?

বিনোদ। হ্যাদ্দ্যাক! বৌ সেই শোবার সময় আমাকে বোল্লে যে তুই ততক্ষণ শো আমি এক বার ঘাটথেকে আসি, কিন্তু সেই গ্যাচে একন আসেনি।

জটি। সে কি লো, তবে বৌ কোতা গ্যালো আয়-দিকি একবার ঘাটে দেকে আসি।

(উভয়ে ঘাটে আগমন করিয়া) কৈ এখানেই বা

কৈ, চল্‌দিকি একবার বোসেদের বাড়ি দেকে আসি, যদি ওদের বোয়ের কাচে থাকে, ওমা সোমত্ত বৌ, এত রাত্তিরে কোতায় গ্যালো, অপদেবতার দৃষ্টি মিষ্টিই বা হোলো।

তৃতীয়াভিনয়।

[রামহরি বসুর বাটী।]

কাদম্বিনী উপস্থিত, উভয়ের প্রবেশ।

জটি। হ্যাঁগা আমাদের বৌ কি তোমাদের বাড়ি এয়েচে ?।

কাদ। কৈ গো না না রাত্তিরে বৌ আমাদের বাড়ি আসবে ক্যান গা ?

জটি। ওমা, তবে বৌ কোতা গ্যালো গো।

কাদ। দ্যাক গো ভাল কোরে খুজেপেতে দ্যাক, কিন্তু বাবু তার রকম্‌টা সকম্‌টা এদানন্ত ক্যামন ক্যামন হোয়েছেল।

জটি। কি রকম হেয়েছেল গা ?।

কাদ। ক্যামন উচক্কা-উচক্কা হোয়েছেল, আর তোমাদের জামাইএর সঙ্গে বড় ভাব হেয়েছেল আমি অম্‌নি ইসেরায় ইসেরায় টের পেয়েছি-

লুম্। তা বল্লে কি হবে বাবু তোমাদের বৌয়ের রকম্ সকম্ বড় ভাল নয় বাছা।

(মতির প্রবেশ)

মতি। কি গা? কি হোয়েচে?।

জটিলে। হ্যাদ্দ্যাক বাবা আমাদের বৌ ছুঁড়ী ঘাটে আস্‌বার নাম কোরে কোথা গ্যাছে, আর খুজে পাচ্ছিনে।

মতি। সে কি গো, খুজে পাওনা?।

জটি। হ্যাঁগো য়্যাত রাত্তিরে কোতা গ্যালো? আমি তো একেবারে অবাক্ হোয়ে রোয়েচি।

মতি। হ্যাদ্দ্যাক গা, ক্ষাণিক পূর্ব্বে এইখানে কিসের গোল মাল হচ্ছেলো তা কে কাদের মেয়ে না বৌকে বার্ কোরে নেযাচ্ছিলো। তা ঐ মোড়্‌ডার কাছে সারজোনে ধোরে বেনিগারদে পাঠিয়ে দিলে, আর তাতে বাবু তোমাদের জামাইয়ের মত কতা শুন্তে পেয়েছিলুম্, কিন্তু অন্দকারে ভাল চিন্তে পাল্লুম না বোলে কিছু বোল্লুম্ না।

কাদ। ঐ গো ঐ! তোমাদের জাইয়ের সঙ্গেই তবে গ্যাচে।

জটি। (মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে) ও মা এ কি কতা গো! আমার যে পেটের ভেতর হাত

পা সেঁদিয়ে গ্যালো! ও মা এমন সর্ব্বনাশির বেটীকেও বাড়ীতে এনেছিলুম্ যে আমার উঁচু মাতা হেঁট্ কোরে দিয়ে গ্যালো! আর সে তিনকুলখেকো সর্ব্বনেশে জামাই বা ক্যামন-তরো? সে যে আমার জাত কুল খেয়ে গ্যালো আমার এমন মেয়ে রাঁড় হোয়ে থাকুক।

কুল অভিমান বড়, মনে মনে ছিল দড়,
জড় সড় হইল এখন।
হায় কিবা দুরদৃষ্ট, জাতি কুল সব নষ্ট,
হইবে যে কে জানে এমন॥
উঁচু মাথা নীচে গেলে, কুলগর্ব্ব খর্ব্ব হলো,
মুখেতে পড়িল চুন কালী।
কালামুখ কোন লাজে, দেখাব লোকের মাঝে,
মাতে লোয়ে কলঙ্কের ডালী॥
চারিদিকে শক্রকুল, হাসিয়া হবে আকুল,
ব্যাকুল করিবে গঞ্জনায়।
গেল যদি কুলমান, যাক তবে বৃথা প্রাণ,
বিষ আনি দেনা গো আমায়॥

হেঁ গো, আমি কি কর্‌বো গো

কাদ। একন্ আর ভাব্‌লে কি হবে, যাতে একটা উপায় হয়, তা কর গে।

জটি। আর মাতা মুণ্ডু উপায় কোর্‌বো, (মতি!

লালকে সম্বোধন করিয়া) যাও্‌তো বাবা মতি ! একবার সেই পোড়ার মুখ ছেলেটা কোতা আছে দেকে এসোতো, আহা ! সে যদি রাঁড়ের বাড়ী না পোড়ে থাক্‌তো, তা-হোলেতো এমন তরো হোতো না, তা-হোতেইতো এমন তরো ঘট্‌লো।

মতি। আচ্ছা, আমি তাঁরে খুঁজে আস্‌চি তুমি তোমাদের কর্ত্তাকে বল গে, একটা উপায় দেক্কে।

(মতির প্রস্থান।)

জটি। যাই, একবার কর্ত্তারে জানাই গে, তাঁর বড় আদরের বৌ, এই বার আদর বার কোরে গ্যাচে, বড় কুল কোরে বেড়াতেন, এই বার কুলে পোকা পড়ে গ্যাচে। (গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া) ওটো গো একন ঘুমোবার সময় নয়।

ছিদাম। (চমকিত হইয়া) য়্যাঁ কি হোয়েচে ?

জটি। কি আবার হবে ? মাতায় বাজ পোড়েচে।

ছিদাম। কার মাতায় বাজ্‌ পড়েচে গো ?

জটি। ওপাড়ার ময়রাদের বড় বোয়ের মাতায়।

ছিদাম। ক্যান ক্যান, এত রাগ্‌ ক্যান ?

জটি। বড় কুল কুল কোরে ব্যাড়াতে, একন কুলে কালি পড়েচে।

ছিদাম। ক্যান, কি হয়েচে বলুই না ছাই শুনি।

জটি। কি আর মাতা মুণ্ডু বোল্‌বো, বৌ বেরিয়ে গ্যাচে।

ছিদাম। সে কি কথা, এ যে ভারি আশ্চর্য্যের বিষয়! খামকাই কি বৌ বেরিয়ে গ্যালো।

জটি। খামকা আর কি, তার নাকি এদান্ত জামাইয়ের সঙ্গে ভাব হোয়েছিল, আর তারিই সঙ্গে নাকি বেরিয়ে গ্যাচে।

ছিদাম। য়্যাঁ, জামায়ের সঙ্গে? বল কি?

জটি। আর বলব কি? তোমার যে বড় আদরের বৌ ছেল? বৌমা বোল্‌তে যে অজ্ঞান হোতে? আর আমি যদি তাকে একটু বোক্তুম্, তো ওন্নি বলা হোতো তুমি বৌকাট্‌কী তুমি নামেও য্যামন কর্ত্তব্যেই ত্যামন এখন বেস মুখো উলজ্জ্বলো কোরে গ্যাচে।

ছিদাম। স্বগতঃ হায়, আমার কি দুরদৃষ্ট!—আমি এই ভারত ভুমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া একদিনের নিমিত্তেও সুখী হইলাম না হা বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল? আমি চিরকালটা কুসন্তানের জন্যে দুঃখ পাইলাম,

আবার এ কি সর্ব্বনাশ ! কি লজ্জা ! আমি লোকসমাজে কি প্রকারে মুখ দেখাইব ? আহা ! আমার সন্তানই এই সকল অনর্থের মুল, কেন না তার এরূপ কুস্বভাব না হইলে এরূপ দুর্ঘটনা কোনক্রমেই ঘটিত না ! হায় ! জন্মান্তরীণ পাপ সঞ্চার ব্যতিরেকে এরূপ লজ্জাসাগরে অবগাহন করিতে হয় না ।—হে জগদীশ্বর ! আমার এক্ষণে এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমার জীবন নাশ করতঃ এই অপারলজ্জাসাগর হইতে উত্তোলন করুন, (প্রকাশে) আমি বোয়ের দোষ বড় দিতে পারিনে কেবল সেই ছোঁড়ার দোষ, কারণ ও যদি অমনতরো না হোত, তা হলে বৌ কোনক্রমে ভ্রষ্টা হোতে পারিত না ।

জটি । তার দোষ তার বোল্‌তে ? সে যা হোগেগ, একটা উপায় টুপায় দ্যাক ।

ছিদাম । কি উপায় আর দেক্‌বো বলো, আমারতো বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গ্যাছে, তুমি যা হয় কর, আমাকে বিষ এনে দাও, আমি পান কোরে মরি ।

জটি । তুমি পুরুষ মানুষ হোয়ে পাল্লেনা আমি মেয়ে মানুষ হোয়ে কি কোর্‌বো ।

ছিদাম। আচ্ছা, তোমার সাক্ষ্যাতে কে বোল্লে বলো দিকি।

জটি। ওদের মতি দেকেচে, সারজনে ধোরে নিয়ে বেণীগারাদ নাকি গারদে নিয়ে গ্যালো।

ছিদাম। আচ্ছা, ওদের মতিকে একবার ডাক দিকি সব জিগেগস করি।

জটি। তাকে সেই কুলঙ্গারকে ডাক্তে পাটিয়েচি।

(জটিলের প্রস্থান ও ছিদামচাঁদের প্রস্থান)।

চতুর্থাভিনয়।

গোলাপীর বাটি।

(শ্যামাচরণ ঘোষের প্রবেশ)।

শ্যামা। [দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে] " ঘরে আছ কি মরেছ রে প্রাণ কপাট খুলে দাও," ঘরে—বলি ও গোলাপী বেঁচে আচিস্।

গোলাপী। কেও শামা পোড়ার মুকো নাকি ?

শ্যামা। শালীর কি চোকের জত্‌রে ওম্নি ফট্ কোরে চিনিছে, [গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া,] বলি নেসা টেসা করাতে পার্‌বি।

গোলাপী। ক্যান রে গুওরব্যাটা, তোকে রোজ রোজ নেসা করাবো, পর্শু এক বোতল ফাঁকি দিয়ে খেয়ে গেচিস জানিসনে ? মনে নেই বুঝিরে গুওর ব্যাটা ?

শ্যামা। বা, তোর বাপোন্তটাতে কি মধু মাখানো, তুই মধু খাস না কি।

গোলাপী। হাঁরে গুওর ব্যাটা হ্যাঁ. মধু খাই বই কি।

শ্যামা। আজ আর তোকে কিছু দিতে হবে না, আজ আমি বোয়ের বাক্স ভেঙ্গে দুপাঁট এনেছি।

গোলাপী। বোয়ের বাক্স ভেঙ্গে দুপাঁট এনেচি কি রে ?

শ্যামা। ছি ভাই বুজ্‌লেনা, দুপাঁটের দাম এনেচি

গোলাপী। আচ্ছা, তবে কই খাওয়া যাগ, নিয়ে আয় দেখিন,।

শ্যামা। (মদ্‌কা আনয়ন করতঃ পান করিতে করিতে) খাও বাওয়া।

গোলাপী। না ভাই এ গেলাষ তুই খা।

শ্যামা। আচ্ছা, বাওয়া (মদ্‌কার পাত্র হস্তে করত) "কতরূপ ধর কালি করালে, অন্যে কি জানিবে তোমায়, জানে কেবল মাতালে, এমা কখন হও দিগাম্বরী, কখন গিরীকুমারী, কারণবারি হয়ে কভু বিরাজ কর বোতলে"।

(মতির প্রবেশ।)

মতি। শ্যাম বাবু এখানে আছেন ?

শ্যাম। না, কেও বাওয়া ফিরে দ্যাক।

মতি। বলি এই দিকে একবার শীঘ্র এসো, ভারি দরকার আছে।

শ্যাম। ঐ খান থেকে বোলে যাও বাওয়া। এখন আমার যাওয়া হবে না।

মতি। (নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে) বোলি ইয়ে হোয়েছে, তোমার স্ত্রী মদনের সঙ্গে বেরিয়ে গ্যাচে, তা সারজনে ধোরে বেণীগারদে রেকেচে, সেখানে যেতে হবে, এসো।

শ্যাম। যেতে দাওগে, বাবা একটা রাঁড় বেড়েছে, আমি একন এ গর্‌রা ছেড়ে যেতে পাল্লেম্‌ না।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চমাভিনয়।

ছিদামচাঁদ ঘোষের বাটী।

[ছিদামচাঁদ উপস্থিত।]

(মতির প্রবেশ।)

মতি। বলি বাড়িতে আছেন কি মশাই।

ছিদাম। কে ও।

মতি। আজ্ঞে, আমি মতি।

ছিদাম। কে মতি, এসো বাবা এসো, একন খবর কি বল দিকি?

মতি। আজ্ঞে, খবর আর কি, শ্যাম বাবুকে ডাক্তে গেচ্লুম তা তিনি এলেন না।

ছিদাম। সেটা কোত্তা?

মতি। গোলাপী বোলে ঐ রাস্তায় একটা রাঁড় আছে সেখানে মদ টদ খাওয়া হোচ্চে, তা আমি সেখানে গিয়ে বোল্লুম, তা বোল্লে কি, বলে যেতে দাও, একটা রাঁড় বাড়লো।

ছিদাম। (মতির হস্ত ধারণ করিয়া) বাবা মতি, তুমি আমার পরমবন্ধু, তুমি আমাকে বিষ এনে দাও, আমি খেয়ে মরি, আমি আর জ্বালা সহ্য কোত্তে পারিনে।—হে পরমেশ্বর! আমার প্রতি অনুকূল হও, লোকে কায়মনোবাক্যে পুত্রের প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি এ পুত্রের মৃত্যু প্রার্থনা কর্‌চি, একে শীঘ্রং নিপাত কর। আর জ্বালা সহ্য হয় না।

মতি। আর একন আপ্‌সোস কোল্লে কি হবে, আসুন দুজনে একবার বেণীগারদে জেনে আসা যাক্, সত্তি কি মিথ্যা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠাভিনয়।

(বেণীগারদ।)

(করিমবক্স উপস্থিত।)

(মতিলাল ও ছিদামচাঁদের প্রবেশ।)

করিম। কোন হ্যায় ?

মতি। হামলোক রেওত হায়, আপ্‌কো পাস্‌ আয়া।

করিম। ক্যা ওয়াস্তে আয়া ?

মতি। একঠো খবরকা ওয়াস্তে।

করিম। ক্যা খবর ?

মতি। ক্যা খবর জান্তা, আজ হিঁয়া কৈ কয়েদি ওয়েদি আয়া, কি নেই ?

করিম। আরে তোমারা খবর কোন্‌ জান্তা, বাঙ্গালি চলা যাও, আয়াতো কাল পোলিসমে দেখে গা, আউর ক্যা।

মতি। আচ্ছা, তোম্‌ বোলোতো, তোম্‌কো হাম্‌ লোক দো রোপেয়া দেঙ্গে।

করিম। (মুদ্রা পাইয়া) হাঁ দোঠো আয়া, একঠো ছোক্‌রে মাফিক, আউর একঠো রেণ্ডী, ও ছোক্‌রেঠো রেণ্ডী লেকে ভাগ যাতাথা, তা সারজন সাব পাখড়্‌কে লে আয়া।

মতি। আচ্ছা, ও লোক্কা সাৎ হাম্ লোক্কা মুলা-কাৎ হোনে সাক্তা কি নেই ?

করিম। আরে, তোমলোক্ হাম্‌কো এছা বকাওতে কাহে, ঐহি দেখোনা, মগর কাটগরা পাস মৎ যাও।

মতি। (দেখিতে দেখিতে) বলি, ও মদন বাবু এই কি তোমার আক্কেল না মান্‌যেত্তা।

ছিদাম। (মদনকে সম্বোধন করিয়া) বলি, হ্যাঁরে পাজি গুওর ব্যাটা, তোকে আমার জাত কুল খেতে মেয়ে দিয়েছিলুম, (শশিমুখীকে সম্বোধন করিয়া) বলি, ও গুওর বেটী, তোর মনে মনে কি এই ছিল, তুই আমার জাত কুল খাবি বোলে আমার ঘরে ঢুকেছিলি '

বাসনা কি ছিল তোর, জাতি কুল খাবি মোর,
কলঙ্ক সাগরে দিবি ফেলে।
কি দুঃখে বাহির হোয়ে, এলি মোর জাতি খেয়ে,
বল্ দিকি শুনি তোর বোলে ॥
ধিক ধিক ধিক তোরে, ধিক দিই তোর মারে,
যে তোরে রে ধোরেছিল পেটে।
জনমের দোষ তোর, আছে বোধ হয় মোর,
নতুবা কি এইরূপ ঘটে ॥

শশি। (অবগুণ্ঠিত হইয়া মৃদুস্বরে ছিদামচাঁদকে

সম্বোধন করিয়া) একন আর আমাকে মিচে বোক্‌লে কি হবে, আমি অবলা হোয়ে যে যাতনা সোয়ে এয়েচি তা আমিই জানি।

যে জ্বালা সোয়েছি প্রাণে, জানে কোন জন।
জানেন ধর্ম্ম যিনি আর জানেন মন ॥
অবলার প্রাণে বল কত দুখ সয়।
কান্ত বিনা চতুর্দ্দিক, সব শূন্যময় ॥
সুখের বসন্তকালে, কুসুম ফুটিত।
কান্ত বিনা শেল সম, হৃদয়ে কুটিত ॥
সুগন্ধে গন্ধবহ, মন্দ মন্দ বিহিত।
কান্ত বিনা মোরে, বিরহানল দহিত ॥
অহর্নিশি পিকবর, ডাকিত কুরবে।
কান্ত বিনা সেই রবে, গৃহেতে কে রবে ॥
পঞ্চ স্বর হাতে লয়ে, দুরন্ত মদন।
কান্ত বিনা তাড়না, করিত সর্ব্বক্ষণ ॥
কান্ত মোর দিবা নিশি, থাকে বেশ্যা লয়ে।
কিরূপে এরূপ জ্বালা, আমি থাকি সোয়ে ॥

করিম। আরো, ক্যা বক্ বক্ কর্‌তে হো বাঙ্গালি, দোরো পেয়া দেকে শির মোল্লিয়া, আবি বয়েঠ্‌নে মিলাতো শো যাতা।

ছিদাম। (মতিকে সম্বোধন করিয়া) চলো বাবা মতি চলো, যা কপালে ছিল, তাই হোয়ে গ্যাছে,

একন আর নেঁড়ে প্যায়দা ব্যাটার মুক নাড়া খাওয়া যায় না।

(সকলের প্রস্থান।)

ছিদাম। (পথে যাইতে যাইতে মতিকে সম্বোধন করিয়া) বাবা মতি, একন কি করা যায় বল দিকি।

মতি। আর মহাশয়, কি করা যাবে, কাল এক খান দরখাস্ত কোরে ওদের জব্দ কোরে দেওয়া যাক্।

ছিদাম। আর জব্দ কোল্লে কি হবে ?

মতি। হাঁ, জব্দ কোত্তে হবে বৈ কি ? "য্যামন কর্ম্ম তেম্নি ফল, মশা মাত্তে গালে চড়"। তা না কল্লে হবে কেন ?

ছিদাম। (মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা মতি, আমি য়্যাকন ক্যামন কোরে পুলিসে মুক দ্যাখাবো।

মতি। আর কি কোর্‌বেন, ফৌজদুরী ন্যাটা, যেতেই হবে, "শাক্কে শাক পোঁদে মুলো"।

ছিদাম। তবে বাবা তুমিই দরখাস্ত লেখো।

মতি। যে আজ্ঞে।

সপ্তমাভিনয়।

(দরখাস্ত।)

মহামহিম শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব—
বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রীছিদামচাঁদ ঘোষ। সাং—ডাবর ডুব।

অধীনের নিবেদন এই যে, গত রজনীযোগে আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী শশিমুখী দাসী নিরুদ্দেশ হইয়াছে, কিন্তু পশ্চাল্লিখিত ইসাদীগণের নিকট হইতে শুনিলাম যে, আমার জামতা শ্রীমদনকৃষ্ণ বসু সাং--পুরকে --তাহাকে আন্দাজ রাত্র এগারটার সময়েবাহির করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে পথিমধ্যে সারজন সাহেব গ্রেপ্তার করিয়া বেণীগারদে রাখিয়াছে, অতএব ধর্ম্মাবতার দরখাস্ত দাখিল করিয়া প্রর্থনা যে, অসামীয়ানকে হুজরে তলব করিয়া উচিতমত বিচার আজ্ঞা হয় ইতি সন১৮৫৮ সাল তারিখ ১৫ জুলাই।

ইসাদিগণ।

শ্রীমতিলাল বসু। +—ঢেরাসই।
সাং।—ডাবরডুব।

শ্রীহরিলাল বন্দোপাধ্যায়। সাং ঐ

শ্রীরামহরি কর্ম্মকার। সাং ঐ

পুলিস।

(মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য আমলাগণ উপস্থিত)

(ছিদামচাঁদ ও তাহার সাক্ষিগণের প্রবেশ)

মাজিষ্ট্রেট। (দরখাস্ত শুনিয়া) আসামীয়ানকে তলব। চাপরাসি বেণীগারদছে আসামীয়ানকো লে আও।

চাপরাসি। বহুৎ আচ্ছা খোদাবন্দ।

(আসামীগণের প্রবেশ)

মাজিষ্ট্রেট। (মদনকে সম্বোধন করিয়া) টোমারী নাম মডন্ কিসন্ বস্থ।

মদন। হাঁ ধর্ম্মাবতার।

মাজি। (ফরিয়াডী টোমারা কোন লাগ্টা ?

মদন। খোদাবন্দ, আমার শ্বশুর।

মাজি। আচ্ছা, টুমি ওস্কো লেড়কাকো জোরু বাহর কর্কে লায়া ?

মদন। হাঁ সাহেব।

মাজি। টোমারা সাট আউর কোন্ কোন্ আদমি থা ?

মদন। না সাহেব আর কেউ ছিলনা।

মাজি। সাচ বোলো, ঝুট্ বোল্নেছে মেয়াড ডেঙ্গে।

মদন। না সাহেব ঠিক বোল্‌চি, আর কেউ ছিল না।

মাজি। (শশিমুখীর দিকে ফিরিয়া) ছিডাম টোমার কে হোয়ে।

শশি। (শশিমুখী স্বগত) ওমা আমি ক্যামন কোরে সাহেবের সঙ্গে কতা কবো।

মাজি। (কোন উত্তর না পাইয়া) টুমি চুপ কোরে ঠেক না বোলো, বোলো ?

শশি। য়্যাঁ—উঁ—আঁ—আমার শ্বশুর হন।

মাজি। আচ্চা, টুমি কেন বেরিয়ে এলে ?

শশি। আমার সোয়ামি বড় জ্বালা যন্ত্রণা দিত বোলে।

মাজি। কি জ্বালা যন্ট্রনা ডিটো ?

শশি। সে সর্ব্বদা রাঁড়ের বাড়ি পোড়ে থাকে, আমার সঙ্গে কতাও কয়না।

মাজি। এই জ্বালা যন্ট্রনা ডিটো, আচ্ছা টোমাকে কে বাড়ি ঠেকে আনিয়াছিল ?

শশি। কেউ আনে-নি, আমি আপ্নি এসেছি।

মাজি। ঠিক বাট বোলো. নেইটো টোমার মিয়াদ হোবে।

শশি। অ্যাঁ,—অ্যা, তবে গয়ালাদিদি, না আপ্নি এয়েছিলুম।

মাজি। কি কি কি ডি ডি বোলো বোলো, বোল্লে

টোমাকে ছাড়িয়া ডিব।

শশি। গয়লা দিদি এনেছেলো।

মাজি। কোন গয়লা ডিডি।

শশি। হর, যে আমাদের বাড়ি দুদ দ্যায়।

মাজি। (ছিদাম চাঁদের দিকে ফিরিয়া) হর গয়লা কে?

ছিদাম। হ্যাঁ খোদাবন্দ, সে আমার বাড়িতে দুদ দ্যায়।

মাজি। (পেয়াদা দিগকে অনুমতি) টোম্‌লোক চার আড্‌মি, আউর এক জমাডার যাকে ওস্কো পাকড় লেয়াও।

পেয়াদা। বহুৎ আচ্ছা সাহাব।

(সকলের প্রস্থান।)

হরর বাটী।

(হর উপস্থিত)

(পেয়াদা দিগের প্রবেশ ও গ্রেপ্তার)

আতা-উল্লা চল্ শালী চল্, পোলিসমে চল্।

হর। (ত্রাসে ত্রস্ত হইয়া) ওমা ক্যান গো, আমি কি কোরিচি।

আতা। আরে শালী, সেই পোলিস্‌মে জান্‌বি, এ কোন কি কোরেচিস্।

হর। ওমা আমি পুলিসে যাবো ক্যামন কোরে গো।

আতা। ওদের বৌকে কেনো বের্ করিয়া দিওছো গো!

হর। ওমা কাদের বৌকে গো? আমি যে কিচ্ছু জানিনে গো।

আতা। আবে শালী তুই মেলা বোক্তেচিস্ কেনো, আবি পুলিসমে চল্।

হর। (রোদন করিতে করিতে) ওমা আমি কিচ্ছু জানিনে, দ্যাক্‌রে বাপ সকল, আমাকে মিচি মিচি ধোরে নে-যায়, পেয়াদা বাবা আমাকে ছেড়ে দে, আমি কিচ্ছু জানিনে, আমি মোরি পেটের জ্বালায় রাদ্দিন ঘুরে, আমি ক্যান পরের মেয়ে বার কোত্তে যাবো।

নির্দ্দোষি নিতান্ত আমি কিছুজানি নাই।
পরের বৌ ঝির সঙ্গে কথা কহিনাই॥
পেটের জ্বালায় দিন রাত্র মরি ঘুরে।
ভেবে ভেবে সারা হই কিসে পেট পুরে॥
সাবিত্রা মেয়ে আমি পরপানে না চাই।
মন্দ কথা যে বলে তাহার মাথা খাই॥
পাড়ার সকল মেয়ে করে মোরে মান্য।
প্রধানা তাদের মধ্যে হই অগ্রগণ্য।

আতা। আরে শালী পেটের জ্বালায় রাৎমে আর ঘুর্‌তে হোবেনা, চল্ একোন জেল্‌মে বৈঠে পাথর ভাংবি আর খাবি।

(হরকে লইয়া পুলিসে আগমন)

মাজি। (হরকে সম্বোধন করিয়া) টোমারি নাম কি হোর গয়লা।

হর। হাঁ ধর্ম্ম অবতার বাবা।

মাজি। আচ্ছা টুমি এই বৌটীকে কেনো বার কোরিয়াছো।

হর। যে বার কোরে দিয়েচে, সে চোকের মাতা খাগ্।

মাজি। চোক্ ওক্ হামি বি কিচ্ছু বুছিনে, টিক বাৎ বোলো, নেই টো টোমার ভালো হোবে না।

শশি। সে কিলো, গয়লাদিদি, তুই যে আমাকে সেই নিয়ে এলি।

হর। তোকে কে চেনেলো হারাম জাদী।

শশি। ওমা, তোকে সেই টাকা দিয়ে এলুম।

হর। টাকার নাড়া দিস্ কিলো, কুড়ি টাকা দিইচিস্ বৈতনা।

মাজি। বস্‌২ আউর বকো মট্‌ টোম সাবুড হুয়া (শশিমুখীকে) টুমি এখন বারি যেটে চাও কি বেরে যেটে চাও ?

শশি। না সাহেব, আমি আর বাড়ি যাবোনা, তা হোলে আমাকে বড় যন্ত্রণা দেবে।

মাজি। আচ্ছা টুমি টবে নাম লিখিয়া চলিয়া যাও, (হর ও মদনকে) টোমাডের আইনের মটে মেয়াড্‌ হোলো *।

(পেয়াদাদিগকে)

চাপরাসী, এ দো আদমিকো হরিৎবাড়িমে লে যাও।

পেয়াদা। বহুত আচ্ছা, খোদাবন্দ।

(হর ও মদনকে লইয়া জেলে গমন।)

শশি। ওমা ঠাকুর জামাইকে কোতা নিয়ে যায় গো ?।

পেয়াদা। (হাস্য করিতে করিতে) ঠাকুর জামাইকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে চল্লো গো, টুমি এখন চোলে যাও।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক শেষ।

---

* মাজিস্ট্রেট গাইডের প্রথম আইনে প্রথম ধারামতে।

পঞ্চমাঙ্ক।

(বলরাম দত্তের অন্তঃপুর।)

মোহিনী ও ভবানি উপস্থিত (মাতঙ্গিণীর প্রবেশ)

মাতঙ্গিণী। ওলো আর শুনেচিস্? ভাই অবাক্ করেছে।

মোহিনী। কি লো? কি হয়েছে?

মাত। শুনিস্‌নি ও পাড়ার যোষেদের যে বৌ বেরিয়ে গ্যাচে।

মোহি। কোন্ ঘোষেদের লো?

মাত। ঐ যে লো কি ঘোষ, মর্ ছাই নামটা মনেও পড়ে না।

মোহি। বলি্ জটিলের বৌতো নয় লো?

মাত। হ্যাঁ লো হ্যাঁ, ঐ জটিলেরই বৌ বটে।

মোহি। সে কি লো? সে যে বড় ভাল মানুষ ছিল লো।

মাত। আর ভাল মানুষ, একনকার কালে কি ভালো মন্দ মানুষ আর চেনা যায়, মরছাই; তাই নয় চুপি চুপি থাক্, তা পুলিসে নাম নিকিয়ে গ্যাছে।

মোহি। ওমা আমি কোথা যাবো, আমাকে যে অবাক্ করেছে।

অবাক কোরেছে মোরে, অবাক কোরেছে।
কথা শুনে হাত পা পেটের মধ্যে গ্যাছে॥

কোন্ লাজে গেল সে, দেখাতে কালামুখ।
ইস্ ইস্ বাপ বাপ, ধন্য তার বুক ॥
কেমনে পুলিসে গিয়া, নাম লেখাইল।
কেমনে লোকের মাঝে, মুখ দেখাইল ॥
একটু কি ভয় তার, হইল না মনে।
কেমনে কহিল কথা, সাহেবের সনে ॥
এত যদি জ্বালা তার, হোয়েছিল মনে।
গলে দড়ি দিয়া কেন, না মরিল প্রাণে ॥
ধন্য বলি তারে সে, সামান্য নয় মেয়ে।
কেমনে লো গেল সে, কুলের মাথা খেয়ে ॥
একান্তই যদি তার, ইচ্ছা হয়ে ছিল।
ঘরে বসি চুপি চুপি, কেন না করিল ॥
কার ঘরে আছে বল, সতী সাধ্যা মেয়ে।
কে কোথা কি কোরে থাকে, কেবা দেখে চেয়ে ॥
আমরাও মেয়ে বটি, থাকি মোরা কুলে ॥
ভিতরে যেমন হোক, লোকে ভাল বলে।
গোপনে গোপনে থাকি, কেবা টের পায় ॥
একান্তই পেলে যদি, ধরি তার পায় ॥

(সকলের প্রস্থান)

(রামচাঁদের বাটী।)

(রামচাঁদ ও অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত।)

(দীনদয়াল চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

দীনদয়াল। হরি হে, ভবসিন্ধু পার করো। মধুসূদন তোমার ইচ্ছে।

রামচাঁদ। আস্তে আজ্ঞে হোক্ চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়! প্রণাম হই।

গোপাল। আরে এসো চাটুজ্যেদের ছেলে।

দীন। আরে দূর ব্যাটা শ্বাশুড়ে কোথাকার।

রাম। বলি সে যাহোক্ একন একটা খবর শুনেছেন কি মহাশয়?

দীন। কি খবর হে, ফলার টলার পোট্‌বে কি না তা বলো?

রাম। আজ্ঞে বড় ফলারের বিষয় নয়।

দীন। তবে আমায় বোলোনা, আমি শুন্তে চাইনে।

রাম। আরে মহাশয়, ফলার ফলার কোরে ব্যস্ত হন ক্যানো, কথাটাই শুনুননা।

দীন। আরে যাতে ফলার নেই, সে কথাই নয়, রুক্ষু কথা শুন্‌লে কি হবে?

ফলারের গুণ যত, এক মুখে আমি কত,
কহিব তাহার বিবরণ
ছেড়ে আমি আত্ম তত্ব, হোয়েছি ফলারে মত্ত,
লইয়াছি তাহার শরণ॥
বিনে সে ফলার ধন, স্থির নাহি হয় মন,
সদা দুঃখে উটে ফুলে ফুলে॥
যদি সে ফলার যোটে, যাই বাপ পোয়ে ছুটে।
কত খাই কত লই তুলে॥

রাম। আজ্ঞে ফলার পটালিই পটে।

দীন। হাঁ, তবে বল।

রাম। কথাটা কি, ছিদামচাঁদ ঘোষের পুত্রবধূ বেরিয়ে গ্যাচে, শুনেছেন কি?

দীন। হাঁ, হাঁ, আমাদের ব্রাহ্মণীও বোল্‌ছিলো বটে, তা আমি ও কথাটায় মনোযোগ কোল্লুম না।

রাম। সে যাহোগেগ্, একন ওর বাটীতে জলগ্রহণ করা হবে না।

দীন। আরে ন্যাও, ও ব্যাটার বাড়িতে আর পেচ্ছাপ কোত্তেও যাওয়া হবে না। তুমিও যেমন, ও ব্যাটা এমুনি কি খাওয়াতো? পুজার সময় খান পাঁচ ছয় কোরে লুচি দিতো, তাও আবার তুলে নিয়ে যেতে দিত না, অতএব অমন্ পাষণ্ড কি আর আছে?

গোপাল। মহাশয়দের এই বড় অন্যায়, সে ব্যক্তি এখন দুঃখের জ্বালায় মোচ্ছে, তাতে আপ-নারা আবার দলাদলির ঘোঁট বার কোরে সে ব্যাচারার মাতাটি খাচ্চেন্।

দীন। আরে তুমি ছেলে মানুষ বোঝো না, এখন তার জেতের খুঁত হোলো, তার বাড়িতে কিরূপ প্রকারে যাওয়া যায়?

গোপাল   সে ব্যক্তির দোষ কি মহাশয় ? তার পুত্রবধূ বেরিয়ে গ্যাচে বোলে কি সেই পাপ তার ঘাড়ে পড়বে ? আপনি যে সেই পঞ্চাননের যো কোল্লেন্, "বলে তোর ছোট ছেলেকে বারণ কর, নয় তোর বড় ছেলের ঘাড় ভাংবো,, ।

রাম ।   চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ওর সঙ্গে কেন বোক্‌চেন ওটা খ্রীষ্টান ।

গোপাল ।   মহাশয়দের সঙ্গে কথা কইলেই খৃষ্টান বলেন ।

দীন ।   ওহে বাপু ! কিছু বোজনা, সুদু হাঁড়িতে কি পাত বাঁদলে চলে, বলে কড়িফট্‌কা চিঁড়ে দৈ, কড়ি বিনে বন্ধু কৈ, কড়ি হোলেই সব চলে যায় ।

গোপাল ।   তবে বোধ করি, কড়ি হোল্লে আপনারা মুচির বাড়িও যান ।

দীন ।   মুচির বাড়ি যাওয়া যাবে কেন, জাত তো বাক্সোর ভেতোর ।

(সকলের প্রস্থান)

ছিদামচাঁদ ঘোষের বাটী ।

ছিদামচাঁদ উপস্থিত ।

ছিদাম ।   (স্বগত) হায় জগদীশ্বর ! আপনি কি দুঃখ

আমারই নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দুঃখ ভাণ্ডার কি আমারি উপর শূন্য করিবার মানস করিয়াছিলেন, আমি কি চিরকাল দুঃখানলে দাহন হইব? কখনো কি সুখ বারিতে উক্তানল নির্ব্বাণ করিতে পারগ হইব না? হায়! আমার দুঃখ দেখিয়া কি দুঃখের দুঃখ হয় না? হে দুঃখ! আমাকে আর কত কাল তোমার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হইবে এবং কতই বা নব নব দুঃখভোগ করিতে হইবে, দেখ কত দুঃখে গর্ভদুঃখ-ভোগ করিয়াছি, এবং কত দুঃখে পিতা মাতর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া এক্ষণে বৃদ্ধা-বস্থায় উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু হে দুঃখ! কি দুঃখের বিষয়, তোমাকে বৃদ্ধ হইতে দেখিলাম না, চিরকাল সমভাব দুঃখভোগ করিয়া তোমাকে সমভাবই দেখিতেছি, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? মনুষ্যজাতি হইয়া যত প্রকার দুঃখভোগ করিতে হয় তাহা আমি সমু-দয় ভোগ করিয়াছি, এবং এক্ষণে পশু, পক্ষী, তরু, লতা, সকলেই আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছে, এই বৃদ্ধাবস্থায় আমি কি পর্য্যন্ত লজ্জাভোগ করিলাম,

আমি স্বীয় পুত্র হইতে যেরূপ দুঃখভোগ করিলাম, এরূপ দুঃখ যেন আর কাহাকেও ভোগ করিতে না হয় (উদ্দেশে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া) হে পুত্র! তোমাকে যে বহু-ক্লেশে প্রতিপালন করিয়াছিলাম, তাহারই এই লজ্জারূপ পারিতোষিক প্রদান করিলে, হায়! তুমি যদি এরূপ কুকর্ম্মে রত না হইতে তাহা হইলে কখনই তোমার বণিতা আমাকে এই অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না। আমি এক্ষণে এই অতুল লজ্জা ও লোকগঞ্জনা কোন প্রকারেই সহ্য করিতে পারি না, আমাকে হয় আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ, নতুবা এই সংসারসুখে বিসর্জ্জন-পুরঃসর দেশান্তর গমন করিয়া ভিক্ষোপজীবী হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইবে। হে পুত্র! তুমি আমার জরাবস্থায় লোচনানন্দদায়ী হইবে এই আশাবারি মদীয় অন্তঃকরণ মধ্যে প্লাবিত হইত, কিন্তু তাহা এক্ষণে একেবারে শুষ্ক হইয়াছে, দেখ মনুষ্য জাতি চরমে পরম সুখলাভার্থে পুত্র কামনা করে, কিন্তু তোমা হইতে আমার সুখ প্রাপ্ত দূরে থাকুক, সর্ব্বদা দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি।

(ছিদামচাঁদ ঘোষের দেশান্তরে প্রস্থান)

শশিমুখীর বাটী

ঐ উপস্থিত।

শশি। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! আমার ভাগ্যে কি এইছিল। আমি কি কখনই সুখিহইলাম না আমি এমন কুকর্ম্ম কেন করিয়াছিলাম

হায় কি অদৃষ্টে মম, এই ছিল লেখা।
সুখের সঙ্গেতে কভু হইবেনা দেখা॥
বড় আশা মনে মম, ছিল বহু দিন।
প্রণয় প্রসঙ্গে আমি, কাটাইব দিন॥
চিরকাল থাকিব যে, যৌবনের ভরে।
কত ব্যাটা পড়িবেক দেখিয়া আমারে॥
পোহাব রজনী আমি, নিত্য নব রসে।
কত শত বাবু মম, থাকিবেক বশে॥
কিছু দিন গেছে বটে, সেই সুখে কেটে।
এখন যে অন্ন আর, নাহি যোড়ে পেটে॥
তৈল বিনা গাত্রে সব, খড়ি উড়ে যায়।
কি করিব কোথা যাব, কি হবে উপায়॥
যত দিন ছিল মম, এ যৌবন শশী।
মিষ্টভাষে অনেকে, তুষিতো, সদা আসি॥
এখন হোয়েছে সেই, শশী অবশান।
অন্ন বিনা এবে দেখ, যায় মম প্রাণ॥

(ক্রনন্দ করিতে করিতে স্বগত) হা দুর্ভাগ্য তোমার কি অসীম ক্ষমতা, তোমা হইতে

লোকের কি না ঘটিতেছে? তুমি যার দিগে কোপনয়নে কটাক্ষপাত কর, সে একবারে ছার খার হোয়ে যায়, হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি এক্ষণে কি প্রকারে জীবনধারণ করিব, হায়! এত কালের পর ধর্ম্মনষ্ট করিয়া কুকর্ম্মদ্বারা উদরপূর্ণ করিতে হইবে।—উঃ! আমি ওরূপ পাপসলিলে কোন প্রকারেই মগ্ন হইতে পারিব না, (কিঞ্চিৎ অন্য মনস্ক হইয়া) আমার এক্ষণে জীবন নষ্ট না করিলে আর কোন উপায় দেখি না, অতএব আমি গলে রজ্জু দিয়া প্রাণ নষ্ট করিব, (আপনার জীবনকে সম্বোধন করিয়া) হে প্রাণ! তুমি কি আশয়ে এখন পর্য্যন্ত আমার দেহে অবস্থিতি করিতেছ বলিতে পারিনা। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, চিরকাল আমার দেহে বাস করিবে? না তাহা কখনই হইবে না। যে প্রকারে হউক, তোমাকে নষ্ট করিব, হে করুণা নিধান পরমেশ্বর! এই অবলার প্রতি কৃপা নয়নে দৃষ্টিপাত করুন। আমাকে এক্ষণে আত্মঘাতিনী হইয়া আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হইল।

কো থা হে করুণাময়, করুণাসাগর।
থা কি অবলার হৃদে, দুখ দুর কর॥

হে র হের হের প্রভু, কৃ...
দি য়া রাঙ্গা পদ তরী, ভবে পার কর ॥
ন ব দ্বার দেহে গেহে, রিপু ছয় জন।
না জানি কেমনে তারা, হইবে শাসন ॥
থ র থর অঙ্গ মম, কাঁপে সেই ডরে।
দী ব্য চক্ষু দিয়া দীনে, দাও দূর কোরে ॥
নে ত্র দ্বয় অন্ধ মম, অজ্ঞান আঁধারে।
দয়া করি জ্ঞানদীপ, দাও হে আমারে ॥
আমি হে অবলা তাহে, কাতরা যে অতি।
ক রুণা করিয়া প্রভু দাও হে সুমতি ॥
র ত মন সদা মম, হয় হে পাপেতে।
কা ঙ্গালিনী বলি তবু, নিও হে পাপেতে ॥
ত ম গুণে সদা মন, হোয়ে আছে মত্ত।
রা খ প্রভু সঙ্কটে না জানি, অহং তত্ত্ব॥
কা গু কাণ্ড জ্ঞানে প্রভু, আমি হে অজ্ঞান।
মি ছে কাযে ঘুরে মোর হত হোল প্রাণ ॥
নী ত্য সুখ ছাড়ি মন, অনিত্য সুখ চায়।
রে খ রেখ রেখ প্রভু, রেখ রাঙ্গা পায় ॥
ভ বের ভাবিয়া ভাব, হইতেছি সারা।
বে ড়ায়ে ভবপথে, হয়েছি পথ হারা ॥
পা লা ইয়া ভব ছাড়ি, যাই ভাবি মনে।
র জ্জু হোয়ে মায়া যেন, রেখে দেয় টেনে
ক ত বা খেলিব আর, এভবের খেলা।
র ক্ষা কর রক্ষা কর্ত্তা সহেনা এ জ্বালা ॥

(শশি মুখির প্রস্থান)

শ্যামা। (স্বগত) হায় আমি মূঢ়! কি নরাধম! কি পাপিস্ট! আমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কুহ্-কিনীগণের কুহকে মুগ্ধ হইয়া কি না করিলাম! হায়, আমি যদি এরূপ কুস্বভাবান্বিত না হইতাম, তাহা হইলে আমার বনিতা কোন ক্রমেই কলঙ্কসাগরে অবগাহন করিয়া আমাদিগকে এরূপ লজ্জানলে দগ্ধ করিতে পারিতনা। তাহা হইলে আমার পিতা ও এই লোকগঞ্জনা ও লোক লজ্জা সহ্য করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিতেন না। তাহা হইলে আমার মাতাঠাকুরাণীকে ও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। হায়! আমিই এই সমস্ত দুর্ঘটনার ঘটক। আমার এই উৎকট পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আমার এক্ষণে আর কোন উপায় নাই। আমার জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ নিমিত্ত ভিক্ষোপজিবী হইতে হইবে। আমি এতকাল যে সমস্ত মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম এই ক্ষণে তাহারাও আমাকে যংপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতেছে। হায়! আমি এত কাল যে পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া

সমুদায় চিন্তাবর্জ্জিত ছিলাম। আহা? সেই পরম পিতাকে জন্মের মত দেশান্তরিত করিলাম। হায়! যে জননী আমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া কত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন এবং কত কষ্টে আমাকে প্রতি-পালন করিয়াছেন। হায়! সেই পরম গুরু জননীকে দুঃখানলে দগ্ধ করিয়া শেষে তাঁহার মৃত্যুরও কারণ হইলাম। আমি যে পাপিস্ট, কেহ আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাকে এক মুষ্টি ভিক্ষাও প্রদান করিবে না। আমি আর কি আশয়ে এই অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারণ করিতেছি। এই জঘণ্য জীবন ধারণ করিয়া আমাকে কেবল লোক গঞ্জনা সহ্য ও আমার বনিতার কুক্রিয়া সকলসচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে হইবে অতএব আমার এই দেহ পাত করাই শ্রেয়। কিন্তু হায়! মরণেও আমার সুখ নাই। মরণান্তেও আমাকে কত যন্ত্রণা ও ভয়ানক নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। যাহা হউক্, আমার মরণই শ্রেয়স্কর। আমার এ ভয়ানক পাপের কোন প্রকারেই প্রায়শ্চিত্ত নাই। (আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া) রে পাপিস্ট মন! তুই কি আশয়ে এখন পর্য্যন্ত আমার দেহে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিস এই ক্ষণে সেই পরকালের চিন্তা কর।

ওরে রে পাপিষ্ট মন কি বলিব তোরে।
জাননা কৃতান্ত বোসে রোয়েছে শিওরে॥

চিরকাল পোড়েছিলে কুহকের জালে।
কি বলিবে তারে যবে ধরিবে রে কালে॥
যখন এ দেহ্ ছেড়ে পালাইবে প্রাণ।
কোন রূপে নরকে না পাবে পরিত্রাণ॥
অতএব এ সময় ডাক সেই জনে।
মরনান্তে দেখা তব হবে যার সনে॥

আর কেন বিলম্ব করি? এ জীবন আমার এক্ষণে ভার বোধ হইতেছে। এ জীবনের শেষ করাইউচিত (বিষপানান্তর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ) হে জগদীশ্বর! আমি চিরকাল রিপুবশে তোমার নিয়ম পদে২ লঙ্ঘন করিয়াছি, এক্ষণে তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করিতে পারি না। হে দয়াময়! আপনকার কারুণ্য গুণেই আমাকে ক্ষমা কর। হায়! পরম পিতা পরমেশ্বর! তুমি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা না করিলে আমার আর নিস্তার নাই। ভয়ানক নরকাগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা কর।

শ্যামাচরণের প্রাণত্যাগ।

(নটের প্রবেশ)

এই দশা ঘটে সব বেশ্যাসক্ত জনে।
কোন কালে সুখ তারা নাহি পায় মনে॥
দেখিলেন সকলেতে এই সব রঙ্গ।
এই স্থলে করিলাম অভিনয় ভঙ্গ॥

পুস্তক সমাপ্ত

ভূমিকা

বেশ্যাসক্তি-নিবর্ত্তক নাটক মুদ্রিত হইল ইহা কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা অন্য কোন ইংরাজী নাটকের অনুরূপ নহে, কুলঙ্গণাগণ বিরহ বেদনায় বেথিত হইলে তাহাদিগের চিত্ত যে প্রকার উত্তেজিত হয়, এবং তাহারা কুলমার্গ পরিহার পূর্ব্বক বারা-ঙ্গণা শ্রেণীভুক্ত হইলে যে প্রকার যন্ত্রণাভোগ করে, পরবধূ মধুপান প্রত্যাশি লম্পটগণ যে সমস্ত দুর্ঘটনার ঘটক হয়, যেরূপ উত্তেজনা এবং ক্লেশ ও অপমান সহ্য করে, এই পুস্তকে নাটকচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, এতৎ পাঠে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বেশ্যাসক্তি নিবৃত্তি হয় ইহাই আমার অভিপ্রায়। যদিও এই দুরাশা সিদ্ধ হই-বার সম্ভাবনা নাই, তথাচ তদর্থে যত্নবান্ হওয়া স্বদেশে হিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ সাধনার দ্বারা তাহার কিয়দংশের ফললাভ হইলেও শ্রম স্বার্থক হয়, পরন্তু এই নাটক রচণা বিষয়ে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।

অধুনা গুণজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠকগণ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, যে, ক্ষীর গ্রাহী মরালেরা যে প্রকার নীরভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীর-ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে তাঁহারা সেইরূপ এই পুস্তকের দোষভাগ পরিহার করিয়া গুণভাগ গ্রহণ করিলে আমি পরম বাধিত হইব ইতি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল।

নাট্যোল্লেখিত।

পুরুষগণ।

ছিদামচাঁদ ঘোষ .... কোন গৃহস্থ।

রামচন্দ্র আচার্য্য .... গ্রহবিপ্র।

রামকৃষ্ণ .... ভৃত্য।

মদনকৃষ্ণ বসু .... ছিদামচাঁদ ঘোষের জামতা

নৈমদ্দী .... চৌকিদার।

রামহরি বসু রামচাঁদ দে ও বলরাম দত্ত। } অন্য কোন গৃহস্থ

মতিলাল বসু .... রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র।

শ্যামাচরণ ঘোষ .... ছিদামচাঁদ ঘোষের পুত্র।

করিমবক্স .... বেণীগারদের জমাদার।

আতাউল্লা .... পুলিসের চাপরাসি।

এতদ্ব্যাতীত এক সারজন, মাজিষ্ট্রেট ও অন্য একজন জমাদার আছে।

স্ত্রীগণ।

শশিমুখী .... ছিদাম চাঁদ ঘোষের পুত্রবধূ।

জটিলে .... ছিদামচাঁদ ঘোষের স্ত্রী।

বিনোদিনী .... ঐ ঘোষের কন্যা!

হর .... গোয়ালিনী।

বামাসুন্দরী, কাদম্বিনী, মোহিনী, ভবানী, ও মাতঙ্গিনী } ছিদামচাঁদের পড়শী স্ত্রীগণ।

গোলাপী .... কোন বেশ্যা।

ঈশ্বরোজয়তি

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক

নাটক।

শ্রীপ্রসন্নকুমার পালকর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা

বি, পি, এম, যন্ত্রে মুদ্রিত

এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা মাত্র